সহীহ মুসলিম

প্রথম খণ্ড

ইমাম আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ
আল্ কুশায়রী আন্ নীসাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

হাদীস একাডেমী
(শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُقَدِّمَةٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ وَعَلٰى جَمِيْعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

পরম করুণাময় মহান আল্লাহ তা'আলার নামে শুরু করছি

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক। মুত্তাকীদের জন্যই রয়েছে উত্তম পরিণতি। আর সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর মহান আল্লাহর রহ্‌মাত বর্ষিত হোক।

فَإِنَّكَ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ بِتَوْفِيْقِ خَالِقِكَ ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةِ الْأَخْبَارِ الْمَأْثُوْرَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ سُنَنِ الدِّيْنِ وَأَحْكَامِهِ وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالتَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ صُنُوْفِ الْأَشْيَاءِ بِالْأَسَانِيْدِ الَّتِيْ بِهَا نُقِلَتْ وَتَدَاوَلَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ فَأَرَدْتَ أَرْشَدَكَ اللّٰهُ أَنْ تُوَقَّفَ عَلٰى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةً مُحْصَاةً وَسَأَلْتَنِيْ أَنْ أُلَخِّصَهَا لَكَ فِي التَّأْلِيْفِ بِلَا تَكْرَارٍ يَكْثُرُ فَإِنَّ ذٰلِكَ زَعَمْتَ مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنَ التَّفَهُّمِ فِيْهَا وَالْاِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا . وَلِلَّذِيْ سَأَلْتَ أَكْرَمَكَ اللّٰهُ حِيْنَ رَجَعْتُ إِلٰى تَدَبُّرِهِ وَمَا تَؤُوْلُ بِهِ الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَاقِبَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُوْدَةٌ وَظَنَنْتُ حِيْنَ سَأَلْتَنِيْ تَجَشُّمَ ذٰلِكَ أَنْ لَوْ عُزِمَ لِيْ عَلَيْهِ وَقُضِيَ لِيْ تَمَامُهُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ يُصِيْبُهُ نَفْعُ ذٰلِكَ إِيَّايَ خَاصَّةً قَبْلَ غَيْرِيْ مِنَ النَّاسِ لِأَسْبَابٍ كَثِيْرَةٍ يَطُوْلُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ ذٰلِكَ أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيْلِ مِنْ هٰذَا الشَّأْنِ وَإِتْقَانَهُ أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيْرِ مِنْهُ . وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيْزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ إِلَّا بِأَنْ يُوَقِّفَهُ عَلَى التَّمْيِيْزِ غَيْرُهُ . فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِيْ هٰذَا كَمَا وَصَفْنَا فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيْحِ الْقَلِيْلِ أَوْلٰى بِهِمْ مِنَ ازْدِيَادِ السَّقِيْمِ وَإِنَّمَا يُرْجٰى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الْاِسْتِكْثَارِ مِنْ هٰذَا الشَّأْنِ وَجَمْعِ الْمُكَرَّرَاتِ مِنْهُ لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ

مِمَّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ التَّيَقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ فَذٰلِكَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الْإِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأَمَّا عَوَامُّ وَقَدْ عَجَزُوا عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ.

হাম্‌দ ও সলাতের পর। আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি "রহমাত বর্ষণ করুন" তোমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অশেষ কৃপায় তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পরিপূর্ণ দীন-ইসলাম ও শারী'আতের বিধান (আদেশ-নিষেধ)-সম্পর্কিত এবং পুরস্কার ও শাস্তি, উৎসাহ ও ভীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত যে সব সহীহ হাদীস অবিচ্ছিন্ন সানাদ পরম্পরায় চলে আসছে, আর হাদীস শাস্ত্রবিশারদ মুহাদ্দিসগণ যা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে আসছেন, তা জানার জন্য আমার নিকট আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছো এবং তুমি যে ইচ্ছা পোষণ করেছো (আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন) সে সমস্ত হাদীস একই স্থানে সংকলন আকারে পাওয়ার জন্য। তুমি আমাকে অনুরোধ করেছে যে, আমি যেন এ হাদীসগুলো সংকলন করতে গিয়ে কোন হাদীস বারবার উল্লেখ না করি এবং সংকলনটি যেন সংক্ষিপ্তাকারে প্রস্তুত করি। তোমার ধারণা একই হাদীসের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন করা এবং তা থেকে বিভিন্ন মাসআলা বের করা যা তোমার মূল উদ্দেশ্য- তা ব্যাহত হবে। আল্লাহ তোমাকে সম্মানিত করুন। যে মহৎ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য তুমি আমাকে অনুরোধ করেছো সে সম্পর্কে চিন্তা করে আমি যে সুন্দর ফলাফল দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ চান তো (ইনশাআল্লাহ) তা খুবই চমৎকার ও স্থায়ী ফলপ্রদ হবে। তুমি আমাকে যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছো তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি চিন্তা করে দেখেছি, যদি আমার দ্বারা এ কাজ সম্পন্ন হয় এবং আমার চেষ্টা ও সাধনা সার্থক প্রমাণিত হয় তা হলে অন্য সকলের পূর্বে আমিই প্রথমে এ সুফল লাভ করব। এর অনেক কারণ রয়েছে। সে সবের বর্ণনা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়বে। তবে সার কথা হচ্ছে, অধিক সংখ্যক হাদীস আলোচনার চাইতে অল্প সংখ্যক হাদীস বিশুদ্ধ ও যথাযথভাবে মনে রাখা লোকদের পক্ষে সহজ। বিশেষত সে সকল সাধারণ মানুষ যাদের সঠিক, বেঠিক নিরূপণের যোগ্যতা নেই তাদের ক্ষেত্রে তবে যদি কেউ তা নিরূপণ করে দেয় তাহলে তা ভিন্ন বিষয়। এমতাবস্থায় তাদের জন্য অধিক সংখ্যক দুর্বল হাদীস বর্ণনা করার পরিবর্তে অল্প সংখ্যক সহীহ হাদীস বর্ণনা করা উত্তম। অবশ্য বিশেষ কিছু লোক যারা 'ইল্‌মে হাদীসে বিশেষ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং হাদীসের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণে সক্ষম অধিক সংখ্যক হাদীন বর্ণনা, সংকলন এবং পুনরাবৃত্তি তাদের উপকারে আসতে পারে। এ সব লোক নিজেদের যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে হাদীসের বিরাট সংকলন থেকে আল্লাহ চান তো লাভবান হতে পারে। পক্ষান্তরে সাধারণ লোকের পক্ষে অধিক সংখ্যক হাদীসের খোঁজাখুঁজি অর্থহীন। কেননা তারা অল্প সংখ্যক হাদীসের মধ্যেই সহীহ য'ঈফ (বিশুদ্ধ ও দুর্বল) ইত্যাদি নির্ণয়ে অক্ষম।

ثُمَّ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُبْتَدِؤُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ وَهُوَ أَنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَنَقْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَثَلَاثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ. إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ زِيَادَةُ مَعْنًى أَوْ إِسْنَادٌ يَقَعُ إِلَى جَنْبِ إِسْنَادٍ لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ لِأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامٍّ فَلَا بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ

الزِّيَادَةِ أَوْ أَنْ يُفَصَّلَ ذَٰلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ. وَلَكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ جُمْلَتِهِ فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ إِذَا ضَاقَ ذَٰلِكَ أَسْلَمُ فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدًّا مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنَّا إِلَيْهِ فَلَا نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

অতঃপর তোমার আকাঙ্ক্ষাতে আল্লাহ্ চান তো হাদীস সংকলনের কাজে আমি একটি নীতি অবলম্বন করে এগিয়ে যাব। আর তা হচ্ছে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যে সব হাদীস অবিচ্ছিন্ন সানাদ পরম্পরায় (মুত্তাসিল) বর্ণিত হয়ে আসছে, আমি শুধুমাত্র সেগুলো থেকেই সংকলন করব। অতঃপর বর্ণনাকারীদের তিনটি স্তর অনুযায়ী হাদীসগুলোকে পুনরাবৃত্তি ছাড়া তিন ভাগে বিভক্ত করব বলে ইচ্ছা করেছি। তবে যদি কোন হাদীসের পুনরুল্লেখ অপরিহার্য হয়ে পড়ে তাহলে ভিন্ন কথা। এর দু'টি কারণ– প্রথমতঃ পরবর্তী বর্ণনায় কিছু বাড়তি বিষয় আছে। দ্বিতীয়তঃ কোন বিশেষ কারণে একটি সানাদের সমর্থনে আরেকটি সানাদ আনার প্রয়োজন হয়। কেননা, একটি বর্ধিত বিষয় একটি পূর্ণ হাদীসের স্থলাভিষিক্ত হয় বলে পুনর্বার উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিংবা যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা এ বর্ধিত অংশটুকু সংক্ষিপ্ত আকারে পূর্ণ হাদীস থেকে পৃথক করে বর্ণনা করব। তবে অনেক সময় পূর্ণ হাদীস থেকে সে অংশ পৃথক করা কঠিন হয়ে পড়ে বলে পূর্ণ হাদীসটির পুনরাবৃত্তি করাই নিরাপদ। অবশ্য যদি আমরা পূর্ণ হাদীসটির পুনরোল্লেখ না করে অতিরিক্ত অংশ পৃথকভাবে বর্ণনা করতে পারি তাহলে কেবল সানাদ সহকারে অতিরিক্ত অংশটুকুই বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ وَإِتْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافٌ شَدِيدٌ وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ كَمَا قَدْ عُثِرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَبَانَ ذَٰلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.

প্রথম শ্রেণীতে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করবো, যেগুলো সব দিক থেকে ত্রুটি-বিচ্যুতিমুক্ত। কারণ এগুলোর বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে নিষ্কলুষ চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান ও আস্থাভাজন। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে বড় রকমের বিরোধ নেই কিংবা তেমন গরমিলও নেই, যেমনটা অনেক রাবীর মধ্যে পাওয়া গেছে এবং তাদের বর্ণনায় তা স্পষ্টভাবে প্রকাশও পেয়েছে।

فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَٰذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَارًا يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ كَالصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا دُونَهُمْ فَإِنَّ اسْمَ السِّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَأَضْرَابِهِمْ مِنْ حُمَّالِ الْآثَارِ وَنُقَّالِ الْأَخْبَارِ. فَهُمْ وَإِنْ كَانُوا بِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْعِلْمِ وَالسِّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ مِمَّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْإِتْقَانِ وَالْاِسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ لِأَنَّ هَٰذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ

وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ عَطَاءً وَيَزِيدَ وَلَيْثًا بِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ
وَسُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ فِي إِتْقَانِ الْحَدِيثِ وَالْإِسْتِقَامَةِ فِيهِ وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ لَا يُدَانُونَهُمْ لَا
شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ لِلَّذِي اسْتَفَاضَ عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِتْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَيَزِيدَ وَلَيْثٍ وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَؤُلَاءِ إِذَا وَازَنْتَ بَيْنَ الْأَقْرَانِ
كَابْنِ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ مَعَ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا صَاحِبَا الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ كَمَا أَنَّ
ابْنَ عَوْنٍ وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا إِلَّا أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هَذَيْنِ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ وَإِنْ كَانَ عَوْفٌ
وَأَشْعَثُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنِ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَإِنَّمَا
مَثَّلْنَا هَؤُلَاءِ فِي التَّسْمِيَةِ لِيَكُونَ تَمْثِيلُهُمْ سِمَةً يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ
فِيهِ فَلَا يُقَصَّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِي الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ وَلَا يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ
حَقَّهُ وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ. وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ
مَنَازِلَهُمْ. مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة يوسف: ٧٦] فَعَلَى نَحْوِ مَا
ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ نُؤَلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এমন হাদীস বর্ণনা করবো, যার বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ প্রথম স্তরের রাবীদের অনুরূপ মেধা, স্মৃতিশক্তি ও সুখ্যাতির অধিকারী নন। এঁরা প্রথম স্তরের রাবীদের সমান মর্যাদা সম্পন্ন না হলেও এঁদের দোষত্রুটি প্রকাশ পায়নি এবং সত্যবাদী ও হাদীসের রাবী হিসেবে এরা গণ্য হয়েছেন। হাদীস বিশারদগণ এদের পরিত্যাগ না করে বরং এঁদের কাছে নির্দ্বিধায় 'ইল্‌ম হাসিল করেছেন। যেমন 'আতা ইবনু সায়িব, ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ ও লায়স ইবনু আবূ সুলায়ম এবং এ ধরনের অন্যান্য রাবীগণ। এরা যদিও জ্ঞান, চরিত্র ও যোগ্যতার দিক থেকে 'আলিমদের কাছে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, কিন্তু তাঁরা সমকালীন সিকাহ (স্মরণশক্তি ও বর্ণনার দৃঢ়তায় উত্তীর্ণ) রাবীদের সম-মর্যাদার অধিকারী নন। হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট এ স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা, উন্নত মর্যাদা ও উত্তম বৈশিষ্ট্যের মাপকাঠি। তুমি কি লক্ষ্য করছো না যে, যদি উপরোক্ত তিনজন অর্থাৎ 'আতা, ইয়াযীদ ও লায়সকে মানসূর ইবনু মু'তামির, সুলায়মান আল-আ'মাশ ও ইসমা'ঈল ইবনু আবূ খালিদের সাথে হাদীস সংরক্ষণে দৃঢ়তা ও মজবুতির মান তুলনা করলে দেখতে পাবে– তাঁদের মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁরা মানসূর, আ'মাশ ও ইসমা'ঈলের কাছেও পৌঁছতে সক্ষম নন। নিঃসন্দেহে মানসূর, আ'মাশ ও ইসমা'ঈলের স্মৃতিশক্তি ও বিশ্বস্ততা হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে যতখানি প্রসিদ্ধি পেয়েছে 'আতা, ইয়াযীদ ও লায়সের ক্ষেত্রে ততখানি নয়। অনুরূপ যদি তুমি ইবনু 'আওন ও আইয়ূব সাখতিয়ানীকে সমকালীন রাবী 'আওফ ইবনু আবূ জামীলাহ্ আশ'আস হুমরানীর সঙ্গে তুলনা কর তবে দেখতে পাবে মর্যাদার পূর্ণতায় ও বর্ণনার নির্ভুলতায় তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। অথচ ইবনু 'আওন ও আইয়ূব এবং 'আওফ ও আশ্'আস চারজনই হাসান বাসরী ও ইবনু সীরীন-এর শাগরিদ। আর হাদীস

বিশেষজ্ঞদের মতে শেষোক্ত দু'জনও সত্যনিষ্ঠ ও আমানাতদার। তদুপরি হাদীস বিশেষজ্ঞদের নিকট প্রথমোক্ত দু'জনের সঙ্গে এ দু'জনের মর্যাদার পার্থক্য বিদ্যমান। আমরা এখানে কয়েকজন রাবীর নাম উল্লেখ করে উদাহরণ পেশ করছি। হাদীস বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে যে মর্যাদাগত ও যোগ্যতার তারতম্য রয়েছে, তা যার জানা নেই এ দৃষ্টান্ত তার জন্য পথনির্দেশ হিসেবে কাজ করবে। ফলে উচ্চমর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা থেকে খাটো করে দেখা হবে না এবং নিম্ন মর্যাদা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদার উপরে স্থান দেয়া হবে না। বরং প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য অধিকার দিয়ে স্বীয় মর্যাদায় সমাসীন করাই আমাদের কাম্য। 'আয়িশাহ্ সিদ্দীকা رضي الله عنها হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন প্রত্যেককে তার আপন আপন মর্যাদা দেই। বিষয়টি কুরআনে এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। ইরশাদ হচ্ছে : "প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে এক মহাজ্ঞানী"– (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ৭৬)। তোমার অনুরোধে আমরা উল্লেখিত শর্ত সামনে রেখে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস সংকলন করব।

فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مُتَّهَمُونَ أَوْ عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْهُمْ فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ كَعَبْدِ اللهِ بْنِ مِسْوَرٍ أَبِي جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيِّ وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ وَغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنِ اتُّهِمَ بِوَضْعِ الأَحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الأَخْبَارِ. وَكَذَلِكَ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ. وَعَلاَمَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ إِذَا مَا عُرِضَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضَا خَالَفَتْ رِوَايَتُهُ رِوَايَتَهُمْ أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا فَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ كَذَلِكَ كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِهِ. فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ وَالْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ وَعَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ. فَلَسْنَا نُعَرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ وَلاَ نَتَشَاغَلُ بِهِ لأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالَّذِي نَعْرِفُ مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرَّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ فِي بَعْضِ مَا رَوَوْا وَأَمْعَنَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ قُبِلَتْ زِيَادَتُهُ فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلاَلَتِهِ وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ وَحَدِيثِ غَيْرِهِ أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكٌ قَدْ نَقَلَ أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الاِتِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدَدَ مِنَ الْحَدِيثِ مِمَّا لاَ يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثِ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ وَاللهُ أَعْلَمُ.

কিন্তু হাদীস বিশারদদের সবাই কিংবা তাঁদের অধিকাংশ যে সব রাবীর সমালোচনা করেছেন বা দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করেছেন কিংবা তাদের মিথ্যাচারী বলে উল্লেখ করেছেন, আমরা এদের বর্ণিত হাদীস পরিত্যাগ করব। যেমন 'আবদুল্লাহ ইবনু মিসওয়ার, আবূ জা'ফার আল মাদায়িনী, 'আম্‌র ইবনু খালিদ, 'আবদুল কুদ্দূস শামী, মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ আল মাসলূব, গিয়াস ইবনু ইবনু ইব্‌রাহীম, সুলায়মান ইবনু 'উমার, আবূ দাউদ নাখ'ঈ এবং এদের মতো আরও অন্যান্য রাবীগণ। এদের বিরুদ্ধে জাল হাদীস বর্ণনা করার এবং মনগড়া হাদীস রচনার অভিযোগ রয়েছে। আর যাদের বর্ণনা নির্ভরযোগ্য বর্ণনার পরিপন্থী (মুনকার) অথবা ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণিত হয়েছে তাদের বর্ণিত হাদীসও গ্রহণ করা থেকে আমরা বিরত থাকব।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) মুনকার হাদীসের সংজ্ঞা দিতে দিয়ে বলেছেন : মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) হাদীসের নিদর্শন এই যে, কোন রাবীর বর্ণনাকে কোন স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন এবং সর্বজন-মান্য রাবীর বর্ণনার সাথে তুলনা করলে যদি দেখা যায় যে, প্রথমোক্ত রাবীর বর্ণনা শেষোক্ত (নির্ভরযোগ্য) রাবীর বর্ণনার সম্পূর্ণ বিরোধী কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরমিল রয়েছে, সেরূপ হাদীসকে মুনকার হাদীস বলা হয়। সুতরাং যদি তার অধিকাংশ বর্ণনাই এরূপ হয় তাহলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় এবং প্রয়োগযোগ্যও নয়।

এ পর্যায়ের রাবীদের মধ্যে রয়েছে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহার্‌রার, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু আবূ উনাইসাহ, আল জাররাহ ইবনু মিনহাল আবুল 'আত্বূফ, 'আববাদ ইবনু কাসীর, হুসায়ন ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু যুমাইরাহ, 'উমার ইবনু সুহবান এবং তাদের অনুরূপ হাদীস বর্ণনাকারীগণ- যারা মুনকার হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতএব আমরা এদের বর্ণিত হাদীসের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করব না এবং তাদের হাদীস বর্ণনাও করব না।

একক রাবীর (মুফরাদ) বর্ণনা সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁদের যে মাযহাব জানা গেছে তা হলো : যে হাদীসটি মাত্র একজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তিনি যদি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সিকাহ এবং হাফিযুল হাদীস রাবীদের সাথে পুরোপুরি অথবা আংশিকভাবে শারীক থাকেন এবং তাঁদের বর্ণনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার প্রতি যত্নবান হন, তাঁর বর্ণিত হাদীসে যদি কিছু অতিরিক্ত অংশ থাকে যা তাঁদের বর্ণনায় নেই তাহলে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীস চর্চার ক্ষেত্রে ইমাম যুহরীর স্থান ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাঁর বহু ছাত্র হাফিযুল হাদীস এবং শক্তিশালী রাবী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাঁর ও অপরাপর মুহাদ্দিসের হাদীসসমূহও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বিশারদদের মধ্যে ইমাম যুহরী ও হিশাম ইবনু 'উরওয়ার বর্ণিত হাদীস ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে আছে। এ দু'জনের ছাত্রগণ ঐকমত্যে তাঁদের বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমতাবস্থায় যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি তাঁদের উভয়ের (যুহরী ও হিশাম) থেকে অথবা তাঁদের কোন একজনের কাছ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করার দাবী করে যে সম্পর্কে তাদের ছাত্রগণ অবহিত নন, তাছাড়া সে ব্যক্তি তাঁদের কারো সাথে কোন সহীহ বর্ণনায় শারীকও নয় এরূপ লোকের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

وَقَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا وَسَنَزِيدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى شَرْحًا وَإِيضَاحًا فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأَخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ إِذَا أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ بِهَا الشَّرْحُ وَالْإِيضَاحُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

আর আমরা হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীদের কয়েকটি মূলনীতির ব্যাখ্যা দিলাম, যাতে যিনি মুহাদ্দিসগণের পথ অনুসরণ করার ইচ্ছা পোষণ করেন এবং আল্লাহ তা'আলা যাকে এ পথে চলার তাওফীক দান করেন, তিনি এ দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে পারেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা কিতাবের বিভিন্ন স্থানে মু'আল্লালাহ্ (ত্রুটিযুক্ত) হাদীস সম্পর্কে বর্ণনা করার সময় এ সম্পর্কে অধিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়াস পাব।

وَبَعْدُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلَوْلَا الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوْءِ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمَّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثًا فِيمَا يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ وَتَرْكِهِمُ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ مِمَّا نَقَلَهُ الثِّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ أَنَّ كَثِيرًا مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرِ مَرْضِيِّينَ مِمَّنْ ذَمَّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِثْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الْاِنْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ . وَلٰكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.

আর তোমার প্রতি আল্লাহর রহম করুন, এর পরে স্বঘোষিত মুহাদ্দিসদের অপকর্ম আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। তাঁরা জানে এবং স্বীকারও করে যে, তারা শারী'আহ্ বিষয়ে জ্ঞানহীনদের কাছে দুর্বল এবং মুনকার বর্ণনাসমূহ ছড়িয়ে দেয় যেগুলো এমন সব লোক হতে বর্ণিত যারা আহলুল হাদীসগণের নিকট মিথ্যা বর্ণনার অভিযোগে অভিযুক্ত। অথচ উচিত ছিল এ সব মুনকার হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকা। তাদের উচিত কেবল সেসব হাদীস বর্ণনা করা যেগুলো সহীহ ও মাশহূর, যেগুলো বিশ্বাসভাজন নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণতায় প্রসিদ্ধ রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। সেসব মহান রাবীগণের মধ্যে রয়েছেন মালিক ইবনু আনাস, শু'বাহ্ ইবনু হাজ্জাজ, সুফ্ইয়ান ইবনু 'উওয়াইনাহ্, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল কাত্তান, 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী প্রমুখ। কেবল তোমার অনুরোধে সহীহ হাদীসগুলো বাছাই করার কষ্ট স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না; কিন্তু যখন দেখতে পেলাম, তথাকথিত মুহাদ্দিসরা সাধারণের মধ্যে মুনকার ও মিথ্যা হাদীস প্রচার করছে তখনই কাজে সাড়া দেয়া আমার পক্ষে সহজ হলো।

١-باب وُجُوبِ الرِّوَايَةِ عَنِ الثِّقَاتِ، وَتَرْكِ الْكَذَّابِينَ، وَالْكَذَّابِينَ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ

১. অধ্যায় : নির্ভরযোগ্য (সিকাহ্) রাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করা এবং মিথ্যাবাদী রাবীদের প্রত্যাখ্যান করা কর্তব্য, আর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি মিথ্যারোপকারীদের প্রতি হুশিয়ারী

وَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ وَسَقِيمِهَا وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّا مَا عَرَفَ صِحَّةَ مَخَارِجِهِ. وَالسِّتَارَةَ فِي نَاقِلِيهِ. وَأَنْ يَتَّقِيَ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ.

জেনে রাখ, যারা সহীহ এবং নির্ভুল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম এবং যাঁদের নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহজনক রাবীদের যাচাই করার ক্ষমতা আছে তাঁদের কেবল এমন হাদীস বর্ণনা করার কর্তব্য যেগুলোর উৎস সহীহ এবং যেগুলোর রাবীগণের কোন দোষ প্রমাণিত হয়নি। তাঁরা এমন হাদীস বর্ণনা করবেন না, যেগুলো এমন লোক বর্ণনা করেছে যারা অপবাদপ্রাপ্ত বিদ্বেষপ্রবণ, বিদ'আতী এবং দোষী।

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هٰذَا هُوَ اللَّازِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ قَوْلُ اللّٰهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هٰذِهِ الْآيِ أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَأَنَّ شَهَادَةَ غَيْرِ الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ وَالْخَبَرُ وَإِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي أَعْظَمِ مَعَانِيهِمَا إِذْ كَانَ خَبَرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ وَدَلَّتِ السُّنَّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ كَنَحْوِ دَلَالَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبَرِ الْفَاسِقِ. وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ. «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي، بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ».

আমরা যা বললাম তাঁর এমন শক্ত দলীল পেশ করব যাতে তা মেনে নেয়া অপরিহার্য হয় আর তাঁর বিরোধিতা করার কোন সুযোগ না থাকে। তা হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী : "হে মু'মিনগণ! যদি কোন ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা তার সত্যতা যাচাই করে নাও। এমন যেন না হয় যে, তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন মানবগোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করবে বসবে আর পরে নিজেদের কৃতকার্যের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হতে হবে"– (সূরাহ্ আল হুজুরাত ৪৯ : ৬)। অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন : "তোমার পছন্দমত সাক্ষী নিযুক্ত কর"– (সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮২)। তিনি আরো বলেন : "তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে"– (সূরাহ্ আত্ ত্বলাক্ব ৬৫ : ২)। এসব আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, ফাসিক লোকের খবর বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য এবং যে ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ নয় তার সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কোন কোন বিষয়ে রিওয়ায়াত ও শাহাদাতের মধ্যে (সাক্ষ্যদানের) পার্থক্য

থাকা সত্ত্বেও প্রধানতঃ এ দু'টি এক ও অভিন্ন। হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছে ফাসিক ব্যক্তির খবর যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি তাঁর শাহাদাত বা সাক্ষ্যও সবার নিকট প্রত্যাখ্যানযোগ্য। কুরআনুল মাজীদে যেমন ফাসিকের খবর পরিত্যাজ্য বলে প্রমাণিত, তেমনি হাদীসেও মুনকার রিওয়ায়াত বর্ণনা করা না-জায়িয বলে প্রমাণিত। এ প্রসিদ্ধ হাদীসটি রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে এমন হাদীস বর্ণনা করে, যা সে জানে যে, তা মিথ্যা, তবে সেও মিথ্যাবীদের একজন। অর্থাৎ যদিও সে ঐ হাদীসটি নিজ হতে বানায়নি কিন্তু তাঁর মনে মনে বুঝে যে, ঐ হাদীস সঠিক নয় তবুও যে সেটা বর্ণনা করে সেক্ষেত্রে সেও মিথ্যুকদের অন্তর্ভুক্ত।[১] (অথবা সে দুই মিথ্যাবাদীর অন্যতম)

(.../...) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلٰى عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ.

(.../...) এ হাদীসটি আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শায়বাহ্ (রহঃ), সামুরাহ্ ইবনু জুনদাব رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) ..... মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ رضي الله عنه থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন।

٢- بَابٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنَ الْكَذِبِ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ

২. অধ্যায় : রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর মিথ্যারোপ গুরুতর অপরাধ

(١/...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، رضي الله عنه يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ».

(১/...) আবূ বাক্‌র ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) ..... রিব্‌'ঈ ইবনু হিরাশ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আলী رضي الله عنه-কে খুৎবার মধ্যে বলতে শুনেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমরা আমার প্রতি মিথ্যারোপ করো না, কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না এবং ইবনু বাশ্‌শার-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। [বুখারী ১০৬]

(٢/...) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[১] যে মিথ্যা রচনা করে সে এক মিথ্যুক এবং যে ঐ মিথ্যা কথা বর্ণনা করে সে আর এক মিথ্যাবাদী।

(২/...) যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, তোমাদের কাছে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করা থেকে যা আমাকে বিরত রাখে তা হলো, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়। [বুখারী ১০৮]

(٣/...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

(৩/...) মুহাম্মাদ ইবনু 'উবায়দ আল গুবারী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। [বুখারী ১১০]

(٤/...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ وَالْمُغِيرَةُ أَمِيرُ الْكُوفَةِ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ فَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

(৪/...) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র (রহঃ) ..... 'আলী ইবনু রবী'আহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একদা আমি (কুফার) মাসজিদে এলাম। এ সময় মুগীরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু কুফার আমীর ছিলেন।" মুগীরাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মত নয়। যে ব্যক্তি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়। [বুখারী ১২৯১]

(.../...) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ «إِنَّ كَذِبًا عَلَىَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ».

(.../...) 'আলী ইবনু হুজ্‌র আস্ সা'দী (রহঃ) ..... মুগীরাহ্ ইবনু শু'বাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ রিওয়ায়াত করেছেন, তবে "আমার প্রতি মিথ্যারোপ করা তোমাদের কারো প্রতি মিথ্যারোপ করার মত নয়" বাক্যটি তিনি উল্লেখ করেননি।

٣- باب النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

৩. অধ্যায় : যা শুনে তা বর্ণনা করা নিষিদ্ধ

(٥/...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ».

(৫/...) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয আল 'আম্বারী (রহঃ) ..... হাফ্স ইবনু 'আসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ)-এর সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

(.../...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ.

(.../...) আবূ বাক্র ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

(.../...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

(.../...) ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ..... আবূ 'উসমান আন্ নাহ্দী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।

(.../...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ لِي مَالِكٌ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَلَا يَكُونُ إِمَامًا أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

(.../...) আবুত্ব ত্বাহির আহমাদ ইবনু 'আম্র (রহঃ) ..... ইবনু ওয়াহ্ব (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, মালিক (রহঃ) আমাকে বলেছেন, জেনে রাখ, যদি কোন ব্যক্তি যা শোনে তা বলে বেড়ায় তবে সে (মিথ্যা হতে) নিরাপদ নয়। আর যে ব্যক্তি যা শোনে তা বলে বেড়ায় সে কখনো ইমাম হবে না।

(.../...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.

(.../...) ইবনুল মুসান্না (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা বলে বেড়ায়।

(.../...) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ مَهْدِيٍّ، يَقُولُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ حَتَّى يُمْسِكَ عَنْ بَعْضِ مَا سَمِعَ.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনুল মুসান্না (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি 'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্দী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে (যিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম) বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তি অনুসরণযোগ্য ইমাম হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে শোনা কথা কতক (মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা) বর্ণনা করা থেকে বিরত না থাকবে।

(.../...) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ سَأَلَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ إِنِّي أَرَاكَ قَدْ كَلِفْتَ بِعِلْمِ الْقُرْآنِ فَاقْرَأْ عَلَىَّ سُورَةً وَفَسِّرْ حَتَّى أَنْظُرَ فِيمَا عَلِمْتَ. قَالَ فَفَعَلْتُ. فَقَالَ لِي احْفَظْ عَلَىَّ مَا أَقُولُ لَكَ إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إِلاَّ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ.

(.../...) ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ..... সুফ্ইয়ান ইবনু হুসায়ন (রহঃ) হতে বর্ণিত। ইয়াস ইবনু মু'আবিয়াহ্ (রহঃ) আমাকে বললেন, অবশ্যই আমি দেখছি যে, তুমি কুরআন সম্পর্কীয় 'ইল্ম হাসিলে ('ইল্মে তাফসীর) বেশ পরিশ্রম করেছো। তুমি আমাকে একটি সূরাহ্ পড়ে শোনাও এবং তার তাফসীর কর। যাতে আমি দেখতে পারি, তোমার 'ইল্ম কতটুকু হলো। সুফ্ইয়ান (রহঃ) বলেন, আমি তাই করলাম। অতঃপর ইয়াস (রহঃ) আমাকে বললেন, আমি তোমাকে যা বলছি তা স্মরণ রাখবে। তুমি দোষ-ত্রুটি সম্পন্ন হাদীস বর্ণনা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, যে এ কাজ করে সে নিজেকে লাঞ্ছিত করেছে এবং হাদীস বর্ণনায় সে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

(.../...) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لاَ تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ إِلاَّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.

(.../...) আবুত্ব ত্বাহির এবং হারমালাহ ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তুমি কোন সম্প্রদায়ের কাছে এমন কোন হাদীস বর্ণনা করবে, যা তাদের বুঝে আসে না তখন তা তাদের কারো কারো পক্ষে ফিত্নাহ্ হয়ে দাঁড়াবে। তাই প্রত্যেককে তার জ্ঞানের পরিধি অনুযায়ী কথা শুনানো উচিত।

٤- بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرِّوَايَةِ، عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَالاِحْتِيَاطِ، فِي تَحَمُّلِهَا

৪. অধ্যায় : য'ঈফ রাবীর হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ এবং হাদীস সংগ্রহের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা

(٦/...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ».

(৬/...) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু নুমায়র ও যুহায়র ইবনু হারব (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে আমার উম্মাতের মধ্যে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা তোমাদের এমন এমন হাদীস শোনাবে যা তোমরা কিংবা তোমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ কখনো শোনেনি। অতএব, তোমরা তাঁদের সংসর্গ থেকে সাবধান থাকবে এবং তাঁদেরও তোমাদের থেকে দূরে রাখবে।

(৭/...) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شَرَاحِيلَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لاَ يُضِلُّونَكُمْ وَلاَ يَفْتِنُونَكُمْ».

(৭/...) হারমালাহ্ ইবনু ইয়াহ্ইয়া 'আবদুল্লাহ ইবনু হারমালাহ্ ইবনু 'ইমরান আত্ তুজীবী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : শেষ যুগে কিছু সংখ্যক প্রতারক ও মিথ্যাবাদী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা করবে যা কখনো তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা শোননি। সুতরাং তাঁদের থেকে সাবধান থাকবে এবং তাঁদেরকে তোমাদের থেকে দূরে রাখবে। তাঁরা যেন তোমাদের বিভ্রান্ত না করতে পারে এবং তোমাদেরকে ফিত্নায় না ফেলতে পারে।

(.../...) وَحَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ الرَّجُلِ فَيَأْتِي الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيثِ مِنَ الْكَذِبِ فَيَتَفَرَّقُونَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلاً أَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ.

(.../...) আবূ সা'ঈদ আল আশাজ্জ (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শায়ত্বন মানুষের আকৃতিতে লোকের কাছে আসে এবং মিথ্যা হাদীস শোনায়। পরে লোকেরা সেখান থেকে পৃথক হয়ে চলে যায়। তারপর তাঁদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি বলে, আমি এমন এক ব্যক্তিকে হাদীস বলতে শুনেছি, যার চেহারা দেখলে চিনবো কিন্তু তার নাম জানি না।

(.../...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্র ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সমুদ্রের মধ্যে বহু শায়ত্বন বন্দী হয়ে আছে। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এগুলোকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্রই এগুলো সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শোনাবে।[২]

(.../...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ سَعِيدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ ثُمَّ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا. فَعَادَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ

---

[২] মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যা কুরআন নয় তা কুরআনের ভঙ্গিতে শোনাবে। যারা মিথ্যা ও অবান্তর হাদীস বর্ণনা করবে, সে কয়েদকৃত শায়ত্বনের সাথে তাদের সাদৃশ্য পেশ করা হয়েছে।

حَدِيثِي كُلَّهُ وَأَنْكَرْتَ هٰذَا أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ وَعَرَفْتَ هٰذَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্বাস ও সা'ঈদ ইবনু 'আম্‌র আল আশ্‌'আসী (রহঃ) ..... তাউস (রহঃ) হতে বর্ণিত। একবার বুশায়র ইবনু কা'ব নামক এক ব্যক্তি ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু -এর নিকট এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলো। ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস আবার পড়। সে আবার সেগুলো পড়লো। এরপর সে আরো কিছু হাদীস তাঁকে শোনালো। ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, অমুক অমুক হাদীস পুনরায় পড়। সে তা আবার পড়লো। তারপর সে ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললো, আমি বুঝতে পারলাম না, আপনি কি আমার বর্ণিত ঐ ক'টি হাদীস অগ্রাহ্য করে অবশিষ্ট হাদীসগুলোর স্বীকৃতি দান করলেন না কি ঐ ক'টি হাদীসকে স্বীকৃতি দিয়ে বাকী হাদীসগুলো প্রত্যাখ্যান করলেন। ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতাম যখন তাঁর নামে মিথ্যা হাদীস বলা হতো না। কিন্তু এখন লোকেরা যখন গলদ ও সঠিক সব পথে চলতে শুরু করেছে[৩] তখন আমরা হাদীস বর্ণনা করা ছেড়ে দিয়েছি।

(.../...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَالْحَدِيثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَمَّا إِذْ رَكِبْتُمْ كُلَّ صَعْبٍ وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) ..... ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। আমরা হাদীস সংরক্ষণ করতাম। আর হাদীস রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকেই সংরক্ষণ করা হতো। কিন্তু এখন তোমরা মন্দ ও সঠিক সব ধরনের পথে চলতে আরম্ভ করেছো, ফলে তোমাদের থেকে বিশ্বাস উঠে গেছে।

(.../...) وَحَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْغَيْلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، يَعْنِي الْعَقَدِيَّ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ جَاءَ بُشَيْرٌ الْعَدَوِيُّ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّثُ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَأْذَنُ لِحَدِيثِهِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَسْمَعُ لِحَدِيثِي أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا تَسْمَعُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّا كُنَّا مَرَّةً إِذَا سَمِعْنَا رَجُلًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ابْتَدَرَتْهُ أَبْصَارُنَا وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِآذَانِنَا فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ لَمْ نَأْخُذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّا مَا نَعْرِفُ.

(.../...) আবূ আইয়ূব সুলায়মান ইবনু 'উবায়দুল্লাহ আল গায়লানী (রহঃ) ..... মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। একদা বুশায়র ইবনু কা'ব আল 'আদাবী প্রখ্যাত সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন; রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ..... মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু তার হাদীসের প্রতি কর্ণপাত করলেন না এবং তার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। তখন বুশায়র (রহঃ) বললেন : হে ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কি! হলো আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস শোনাচ্ছি, আর আপনি তো

[৩] অর্থাৎ যাবাই-বাছাই না করে সত্য-মিথ্যা সব কিছু বর্ণনা করা শুরু করেছে।

শুনছেন না। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, এক সময় আমার অবস্থা এমন ছিল যে, যখন আমরা শুনতাম কোন ব্যক্তি বলছে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) এ কথা বলেছেন, তখনই তাঁর দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়তো এবং আমরা তাঁর দিকে কান দিতাম। কিন্তু যখন থেকে (সহাবীগণের পরে) লোকেরা দুর্গম ও সরল সব রকম পথে চলতে লাগল (অর্থাৎ ত্রুটিপূর্ণ রিওয়ায়াত শুরু করল), তখন থেকে আমরা যাদেরকে বিশুদ্ধ বলে চিনি তাঁদের ছাড়া কারো কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করি না।

(.../...) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ كَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَكْتُبَ، لِي كِتَابًا وَيُخْفِي عَنِّي. فَقَالَ وَلَدٌ نَاصِحٌ أَنَا أَخْتَارُ لَهُ الأُمُورَ اخْتِيَارًا وَأُخْفِي عَنْهُ. قَالَ فَدَعَا بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَجَعَلَ يَكْتُبُ مِنْهُ أَشْيَاءَ وَيَمُرُّ بِهِ الشَّىْءُ فَيَقُولُ وَاللَّهِ مَا قَضَى بِهَذَا عَلِيٌّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ضَلَّ.

(.../...) দাউদ ইবনু 'আম্‌র আয্ যাব্বী (রহঃ) ..... ইবনু আবূ মুলাইকাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর কাছে লিখে পাঠালাম, তিনি যেন আমাকে একখানা কিতাব লিখে দেন, কিন্তু তাতে যেন বিতর্কিত বিষয়গুলোর উল্লেখ না থাকে। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, 'ছেলেটি কল্যাণকামী'। আমি তার জন্য বিষয় নির্বাচন করে লিখে পাঠাব এবং কিছু ফিত্‌নাহ্ সৃষ্টিকারী কথা গোপন রাখব। বর্ণনাকারী বলেন, তখন 'আলী (রাযিঃ)-এর লিপিবদ্ধ ফায়সালাসমূহ আনালেন। তারপর তিনি তা থেকে লেখা শুরু করলেন এবং কোন কোন অংশ দেখে বললেন, আল্লাহর কসম 'আলী (রাযিঃ) এ ধরনের ফায়সালা করতে পারেন না।[৪] আর তিনি করে থাকলে ভুল করেছেন।

(.../...) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ أُتِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فِيهِ قَضَاءُ عَلِيٍّ رضى الله عنه فَمَحَاهُ إِلاَّ قَدْرَ. وَأَشَارَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ بِذِرَاعِهِ.

(.../...)'আম্‌র আন্ নাক্বিদ (রহঃ) তাউস (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ)-এর নিকট একখানা কিতাব আনা হলো। এতে লিপিবদ্ধ ছিল 'আলী (রাযিঃ)-এর কতক বিচারের রায়। ইবনু 'আব্বাস (রাযিঃ) তা থেকে সামান্যতম রেখে বাকীটা নষ্ট করে দিলেন। বর্ণনাকারী সুফ্ইয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ (রহঃ) নিজের হাতের দিকে ইশারা করে পরিমাণ দেখালেন (অর্থাৎ এক হাত পরিমাণ বহাল রেখেছেন)।

(.../...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ لَمَّا أَحْدَثُوا تِلْكَ الأَشْيَاءَ بَعْدَ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَىَّ عِلْمٍ أَفْسَدُوا.

(.../...) হাসান ইবনু 'আলী আল হুলওয়ানী (রহঃ) ..... আবূ ইসহাক্ব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। মাস্'উদ (রাযিঃ)-এর পরে লোকেরা যখন তাঁর নামে নতুন নতুন বিষয়ে বর্ণনা দেয়া শুরু করল, তখন তাঁর জনৈক ছাত্র আক্ষেপের সাথে বললেন, আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন! কী মূল্যবান 'ইল্‌মকে এরা বিকৃত করে দিল।[৫]

---

[৪] 'আলী (রাযিঃ) এরূপ ফায়সালা করেননি। এ অংশগুলো পরবর্তীকালে 'আলী (রাযিঃ)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে কেউ সংযোজন করেছে।

[৫] 'আলী (রাযিঃ)-এর নামে তারা অর্থাৎ শী'আ সম্প্রদায়ের লোকেরা নানা মনগড়া কথা চাপিয়ে দিয়েছিল। এতে তাঁর আসল 'ইল্‌মের ভাণ্ডার বিকৃত হয়ে যায়।

(.../...) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ، يَقُولُ لَمْ يَكُنْ يَصْدُقُ عَلَى عَلِيٍّ ﷺ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ إِلاَّ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

(.../...) 'আলী ইবনু খাশ্‌রাম (রহঃ) ..... মুগীরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস্‌'ঊদ (রাঃ)-এর ছাত্রদের সত্যায়ন ব্যতীত যারা 'আলী (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতেন, তাঁদের সে বর্ণনা সত্য বলে গৃহীত হতো না।

٥ - بَابُ فِي أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ عَنِ الثِّقَاتِ وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ بَلْ وَاجِبٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ

৫. অধ্যায় : হাদীসের সানাদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত, নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ছাড়া রিওয়ায়াত গ্রহণ করা উচিত নয়; বর্ণনাকারীদের দোষ-ক্রটি তুলে ধরা শুধু জায়িয নয়, বরং ওয়াজিব; ওটা গীবাত নয়- যা শারী'আতের দৃষ্টিতে হারাম; ক্ষতিকারক জিনিসগুলো দূর করে শারী'আতের বিধানসমূহ নিখুঁত ও ক্রটিমুক্ত করা অতীব প্রয়োজন

(.../...) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

(.../...) হাসান ইবনু রবী' (রহঃ) ..... মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (বিখ্যাত তাবি'ঈ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এ 'ইল্‌ম হলো দীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দীন গ্রহণ করছো তা যাচাই করে নাও। (অর্থাৎ সত্যবাদী, দীনদার এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে 'ইল্‌মে দীন শিক্ষা করা প্রযোজন।)

(.../...) حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ.

(.../...) আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইবনুস্ সাব্বাহ (রহঃ) ..... ইবনু সীরীন (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এমন এক সময় ছিল যখন লোকেরা সানাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো না। কিন্তু পরে যখন ফিত্‌নাহ্ (হাদীসের নামে মিথ্যা কথার আমদানী) দেখা দিল তখন লোকেরা হাদীস বর্ণনাকারীদেরকে বললো, তোমরা যাদের নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করেছ, আমাদের কাছে তাদের নাম বল। তারা এ কথা এ কারণে জানতে চাইত, যাতে দেখা যায় তাঁরা আহলে সুন্নাত কিনা? যদি তাঁরা এ সম্প্রদায়ের হয় তাহলে তাঁদের হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দেখা যায় তারা বিদ্'আতী তাহলে তাদের হাদীস গ্রহণ করা হবে না।

(.../...) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ لَقِيتُ طَاوُسًا فَقُلْتُ حَدَّثَنِي فُلاَنٌ، كَيْتَ وَكَيْتَ. قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

(.../...) সুলায়মান ইবনু মূসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমি তাউস (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম এবং বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এরূপ এরূপ হাদীস শুনিয়েছেন। তিনি বললেন : যদি সে ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হয়, তাহলে তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ কর।

(.../...) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ إِنَّ فُلاَنًا حَدَّثَنِي بِكَذَا، وَكَذَا. قَالَ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ.

(.../...) সুলায়মান ইবনু মূসা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউস (রহঃ)-কে বললাম, অমুক ব্যক্তি আমাকে এ হাদীস বলেছেন। তিনি বললেন, তোমার নিকট হাদীস বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে তাঁর থেকে তা গ্রহণ কর।

(.../...) حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا الأَصْمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ. مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ يُقَالُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ.

(.../...) ইবনু আবূ যিনাদ (রহঃ) (আসল নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু যাক্ওয়ান যিনি হাদীসের একজন ইমাম) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, আমি মাদীনায় একশ' জন লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি যাঁরা মিথ্যা থেকে নিরাপদ ছিলেন। তবুও তাদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা হতো না। কেননা তাঁদের সম্পর্কে বলা হতো যে, তাঁদের কেউ হাদীস বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যোগ্য নন।

(.../...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ الْبَاهِلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يَقُولُ لاَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلاَّ الثِّقَاتُ.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ 'উমার আল মাক্কী ও আবূ বাক্র ইবনু খাল্লাদ আল বাহিলী (রহঃ) ..... মিস্'আর (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি সা'দ ইবনু ইব্রাহীমকে বলতে শুনেছি: নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (সিকাহ) ব্যতীত অন্য কারো কাছ থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস গৃহীত হবে না।

(.../...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلاَ الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ. يَعْنِي الإِسْنَادَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، إِبْرَاهِيمَ بْنَ عِيسَى الطَّالَقَانِيَّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَدِيثُ الَّذِي جَاءَ «إِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْبِرِّ أَنْ تُصَلِّيَ لأَبَوَيْكَ مَعَ صَلاَتِكَ وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صَوْمِكَ». قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَا أَبَا إِسْحَاقَ عَمَّنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ حَدِيثِ شِهَابِ بْنِ خِرَاشٍ. فَقَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ. قَالَ ثِقَةٌ عَمَّنْ قَالَ قُلْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. قَالَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ إِنَّ بَيْنَ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ مَفَاوِزَ تَنْقَطِعُ فِيهَا أَعْنَاقُ الْمَطِيِّ وَلَكِنْ لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ اخْتِلاَفٌ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ شَقِيقٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ دَعُوا حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَسُبُّ السَّلَفَ.

(.../...) মার্ভ (স্পেনের একটি অঞ্চল)-এর অধিবাসী মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কুহযায (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) থেকে বর্ননা করেন যে, তিনি বলেছেন, হাদীসের সানাদ বর্ণনা করা দীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি সানাদ না থাকতো তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলতো।

মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাদের ও লোকদের মাঝখানে রয়েছে সেতু বন্ধন বা খুঁটি অর্থাৎ সানাদ।

আবূ ইসহাক্ব ইব্‌রাহীম ইবনু আত্ তালাকানী বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আবূ 'আবদুর রহমান! এ হাদীসটি সম্পর্কে আপনার কি অভিমত যাতে আছে, "অন্যতম সৎকাজ হলো আমার সলাতের সাথে পিতা-মাতার জন্যও সলাত পড়ে নিও আর তোমার সিয়ামের সাথে পিতা-মাতার জন্যও সিয়াম পালন করে নিও?" তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক্ব! কার বরাতে এ হাদীসটি বর্ণনা করছো? আমি বললাম, এটি শিহাব ইবনু খিরাশ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তবে তিনি কার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, হাজ্জাজ ইবনু দীনার থেকে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইনি নির্ভরযোগ্য। তিনি কার নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন? আমি বললাম, তিনি রসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, হে আবূ ইসহাক্ব! হাজ্জাজ ইবনু দীনার ও রসূল ﷺ-এর মাঝে এত বিশাল প্রান্ত রয়েছে যা অতিক্রম করতে গেলে উটের গর্দানও ভেঙ্গে পড়বে।[৬] তবে পিতা-মাতার জন্য সদাকাহ্ করার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমি শুনেছি 'আলী ইবনু শাক্বীক্বকে সে বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) থেকে বর্ননা করতে আমি শুনেছি যে, তিনি একদিন লোকেদের সামনে বলেছিলেন, তোমরা 'আম্‌র ইবনু সাবিত (রহঃ)-এর হাদীস বর্জন কর, কেননা সে সহাবা তাবি'ঈনদের (সালফে সলিহীনদের) দোষারোপ করে।

[৬] অর্থাৎ হাজ্জাজ ইবনু দীনার তাবি-তাবি'ঈ ছিলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি রিওয়ায়াত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়।

(.../...) وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ، هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، صَاحِبُ بُهَيَّةَ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ يَحْيَى لِلْقَاسِمِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ قَبِيحٌ عَلَى مِثْلِكَ عَظِيمٌ أَنْ تُسْأَلَ عَنْ شَىْءٍ مِنْ أَمْرِ هَذَا الدِّينِ فَلَا يُوجَدَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ وَلَا فَرَجٌ أَوْ عِلْمٌ وَلَا مَخْرَجٌ فَقَالَ لَهُ الْقَاسِمُ وَعَمَّ ذَاكَ قَالَ لأَنَّكَ ابْنُ إِمَامَىْ هُدًى ابْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. قَالَ يَقُولُ لَهُ الْقَاسِمُ أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ آخُذَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ فَسَكَتَ فَمَا أَجَابَهُ.

(.../...) আবূ বাক্‌র ইবনু আন্ নায্‌র ইবনু আবূ আন্ নায্‌র (রহঃ) বুহাইয়্যাহ্ (রহঃ) নামক মহিলা তাবি'ঈ-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ 'আকীল (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা আমি ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ) ও ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এ সময় ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ) ক্বাসিম (রহঃ)-কে বললেন, হে আবূ মুহাম্মাদ! আপনাকে দীন ও শারী'আত সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন করে উত্তম ও ব্যাখ্যা না পাওয়া আপনার মতো ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়। ক্বাসিম (রহঃ) তাকে বললেন, কি কারণে? ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ) বললেন, কেননা আপনি আবূ বাক্‌র رضي الله عنه ও 'উমার رضي الله عنه-এর মত দু'জন সত্যপন্থী মহান খলীফার বংশধর। রাবী বলেন, এর জবাবে ক্বাসিম (রহঃ) তাকে বললেন, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান দান করেছেন, তার দৃষ্টিতে এর চেয়েও জঘন্য হলো না জেনে কোন কথা বলা। কিংবা অনির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করা। আবূ 'আকীল (রহঃ) বলেন, এ কথা শুনে ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ) নীরব হয়ে গেলেন, আর কোন উত্তর দিলেন না।

(.../...) وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، يَقُولُ أَخْبَرُونِي عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، صَاحِبِ بُهَيَّةَ أَنَّ أَبْنَاءً، لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ فَقَالَ لَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنِّي لأُعْظِمُ أَنْ يَكُونَ مِثْلُكَ وَأَنْتَ ابْنُ إِمَامَيِ الْهُدَى يَعْنِي عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ تُسْأَلُ عَنْ أَمْرٍ لَيْسَ عِنْدَكَ فِيهِ عِلْمٌ. فَقَالَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللَّهِ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَوْ أُخْبِرَ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ. قَالَ وَشَهِدَهُمَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ حِينَ قَالاَ ذَلِكَ.

(.../...) বিশ্‌র ইবনু হাকাম আল 'আব্‌দী (রহঃ) ..... বুহাইয়্যার আযাদ্‌কৃত গোলাম আবূ 'আক্বীল (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, লোকেরা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর কোন এক উত্তরসূরী (ক্বাসিম)-কে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। এর উত্তর তাঁর জানা ছিল না। তখন ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর কসম, আমার কাছে অবাক লাগছে যে, আপনার মত ব্যক্তিকে দীন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি প্রশ্ন করা হলো অথচ তার কোন জবাব পাওয়া গেল না। আপনি হচ্ছেন দু'জন মহান নেতা 'উমার رضي الله عنه ও ইবনু 'উমার رضي الله عنه-এর বংশধর। এর জবাবে তিনি (ক্বাসিম) বললেন, আল্লাহর কসম! মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে এবং আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির দৃষ্টিতে এর চাইতে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো "যে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই তা বলা কিংবা অনির্ভরযোগ্য লোক থেকে হাদীস বর্ণনা করা।" ইয়াহ্‌ইয়া (রহঃ) ও ক্বাসিম (রহঃ)-এর আলোচনার সময় আবূ 'আকীল ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু মুতাওয়াক্কিল (রহঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

(.../...) وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ وَشُعْبَةَ وَمَالِكًا وَابْنَ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّجُلِ لاَ يَكُونُ ثَبْتًا فِي الْحَدِيثِ فَيَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي عَنْهُ. قَالُوا أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ.

(.../...) 'আমর ইবনু আলী আবূ হাফ্স (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আমি সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ), শু'বাহ্ (রহঃ), মালিক (রহঃ) ও 'উয়াইনাহ্ (রহঃ)-কে হাদীসের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) নয় এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ যদি আমার কাছে তার সম্পর্কে জানতে চায় তবে কী বলব? তখন তারা বললেন : তুমি সে প্রশ্নকারীকে জানিয়ে দাও যে, ঐ ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার অযোগ্য।

(.../...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ، يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ حَدِيثٍ، لِشَهْرٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْبَابِ - فَقَالَ إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ. إِنَّ شَهْرًا نَزَكُوهُ.

قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَخَذَتْهُ أَلْسِنَةُ النَّاسِ تَكَلَّمُوا فِيهِ.

(.../...) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, নায্র (সুলায়ম) (রহঃ) বলেছেন, একদিন ইবনু 'আওন তাঁর দরজার চৌকাঠে দাঁড়ানো ছিলেন, তখন শাহর (ইবনু হাওশাব) বর্ণিত একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, শাহ্র সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আবুল হুসায়ন মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ (রহঃ) বলেন, লোকেরা তাঁর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

হাজ্জাজ ইবনুশ্ শা'ইর (রহঃ) ..... শু'বাহ্ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, শাহ্র-এর (ইবনু হাওশাবের) সাথে আমি সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু আমি তাকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করি না।

(.../...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ تَعْرِفُ حَالَهُ. وَإِذَا حَدَّثَ جَاءَ، بِأَمْرٍ عَظِيمٍ فَتَرَى أَنْ أَقُولَ، لِلنَّاسِ لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ قَالَ سُفْيَانُ بَلَى. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَكُنْتُ إِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٌ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لاَ تَأْخُذُوا عَنْهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ قَالَ أَبِي قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ انْتَهَيْتُ إِلَى شُعْبَةَ فَقَالَ هَذَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ فَاحْذَرُوهُ.

(.../...) (মার্ভের অধিবাসী) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কুহযায (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ)-কে বললাম, 'আববাদ ইবনু কাসীর সম্পর্কে আপনি তো সম্যক অবগত আছেন। সে হাদীস বর্ণনাকালে ঘোর অসত্য বলে থাকে। আপনি কি মনে করেন, আমি লোকদের বলে দিব যে, তারা যেন তার থেকে হাদীস বর্ণনা না করে। সুফ্ইয়ান সাওরী (রহঃ)

বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) বলেন, তারপর থেকে আমি কোন মাজলিসে উপস্থিত থাকলে এবং সেখানে 'আববাদ সম্বন্ধে আলোচনা উঠলে আমি তাঁর দীনদারীর প্রশংসা করতাম, কিন্তু বলে দিতাম যে, তোমরা তার নিকট থেকে হাদীস গ্রহণ করো না (অর্থাৎ তার থেকে সতর্ক থাক)।

আর মুহাম্মাদ (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি শু'বার নিকট গেলে, তিনি বললেন, সে 'আববাদ ইবনু কাসীর থেকে তোমরা সতর্ক থাকবে।

(.../...) وَحَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ سَأَلْتُ مُعَلًّى الرَّازِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الَّذِى، رَوَى عَنْهُ، عَبَّادٌ فَأَخْبَرَنِى عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، قَالَ كُنْتُ عَلَى بَابِهِ وَسُفْيَانُ عِنْدَهُ فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَأَخْبَرَنِى أَنَّهُ كَذَّابٌ.

(.../...) ফায্ল ইবনু সাহ্ল (রহঃ) বলেন, আমি মু'আল্লা আর্ রাযী (রহঃ)-কে মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, যার থেকে 'আব্বাদ ইবনু কাসীর হাদীস বর্ণনা করতো, তিনি আমাকে 'ঈসা ইবনু ইউনুস-এর সূত্রে অবহিত করলেন যে, তিনি বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ)-এর গৃহদ্বারে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় সুফ্ইয়ান (রহঃ)-ও তাঁর কাছে ছিলেন। যখন সুফ্ইয়ান বাইরে এলেন, আমি তাঁকে মুহাম্মাদ ইবনু সা'ঈদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন, সে বড় মিথ্যাবাদী।

(.../...) وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَتَّابٍ، قَالَ حَدَّثَنِى عَفَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمْ نَرَ الصَّالِحِينَ فِى شَىْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الْحَدِيثِ.

قَالَ ابْنُ أَبِى عَتَّابٍ فَلَقِيتُ أَنَا مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ عَنْ أَبِيهِ، لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِى شَىْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِى الْحَدِيثِ.

قَالَ مُسْلِمٌ يَقُولُ يَجْرِي الْكَذِبُ عَلَى لِسَانِهِمْ وَلاَ يَتَعَمَّدُونَ الْكَذِبَ.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ 'আত্তাব (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, 'আফ্ফান (রহঃ) আমাকে অবহিত করেছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল কাত্তান (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমরা সৎ ব্যক্তিদের অন্য কোন বস্তুর ব্যাপারে এতখানি মিথ্যা বলতে দেখিনি যতখানি দেখেছি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে। ইবনু আবূ 'আত্তাব (রহঃ) বলেন, আমি সরাসরি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল কাত্তান (রহঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি তাঁর পিতার সূত্রে বললেন, তুমি পুণ্যবান লোকদেরকে হাদীস বর্ণনার চাইতে অন্য কিছুতেই অধিক মিথ্যা বলতে দেখবে না। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, মিথ্যা তাঁদের মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, তাঁরা ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন না।

(.../...) حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَخْبَرَنِى خَلِيفَةُ بْنُ مُوسَى، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَجَعَلَ يُمْلِي عَلَىَّ حَدَّثَنِى مَكْحُولٌ، حَدَّثَنِى مَكْحُولٌ، فَأَخَذَهُ الْبَوْلُ فَقَامَ فَنَظَرْتُ فِى الْكُرَّاسَةِ فَإِذَا فِيهَا حَدَّثَنِى أَبَانٌ عَنْ أَنَسٍ وَأَبَانٌ عَنْ فُلاَنٍ فَتَرَكْتُهُ وَقُمْتُ.

قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيَّ، يَقُولُ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ عَفَّانَ حَدِيثَ هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ حَدِيثَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ يَحْيَى بْنُ فُلاَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قُلْتُ لِعَفَّانَ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ هِشَامٌ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ . فَقَالَ إِنَّمَا ابْتُلِيَ مِنْ قِبَلِ هَذَا الْحَدِيثِ كَانَ يَقُولُ حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ادَّعَى بَعْدُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدٍ .

(.../...) ফায্ল ইবনু সাহ্ল (রহঃ) ..... ইয়াযীদ ইবনু হারূন (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, খলীফাহ্ ইবনু মূসা (রহঃ) বলেছেন, আমি গালিব ইবনু 'উবায়দুল্লাহ (রহঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি আমাকে হাদীস লিখাতে গিয়ে বললেন, মাকহূল (রহঃ) আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এমন সময় তাঁর প্রস্রাবের বেগ হলো। তিনি প্রস্রাব করতে চলে গেলেন। আমি এ অবসরে তাঁর পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি তাকিয়ে দেখলাম। তাতে লেখা রয়েছে, আবান (রহঃ) আনাস (রহঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং আবান (রহঃ) অমুকের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ দেখে (মাকহূলের উল্লেখ না পেয়ে) আমি তাঁর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ না করে চলে এলাম।

তিনি [মুসলিম (রহঃ)] বলেন, আমি হাসান ইবনু 'আলী আল হুলওয়ানীকে বলতে শুনেছি, আমি 'আফ্ফান (রহঃ)-এর গ্রন্থে আবুল মিকদাম হিশামের হাদীস দেখেছি, যা তিনি 'উমার ইবনু 'আবদুল আযীয (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। হিশাম (রহঃ) বলেন, আমার কাছে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, তাঁকে অমুকের পুত্র ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) বলা হয়। তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'বের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হুলওয়ানী বলেন, আমি 'আফ্ফান (রহঃ)-কে বললাম, লোকেরা বলে হিশাম না কি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব (রহঃ) থেকে এ হাদীস শুনেছেন। 'আফ্ফান (রহঃ) বললেন, এ হাদীসটির কারণেই হিশাম বিপাকে পড়েছেন। তিনি এ হাদীসটির সানাদে বলতেন, ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) আমাকে মুহাম্মাদের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে তিনি দাবী করেন যে, স্বয়ং মুহাম্মাদ (রহঃ) থেকে তিনি এ হাদীস শুনেছেন।

(.../...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ، يَقُولُ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي رَوَيْتَ عَنْهُ، حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو «يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ» . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَجَّاجِ . انْظُرْ مَا وَضَعْتَ فِي يَدِكَ مِنْهُ .

قَالَ ابْنُ قُهْزَاذَ وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ، يَذْكُرُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ رَأَيْتُ رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ صَاحِبَ «الدَّمِ قَدْرِ الدِّرْهَمِ» وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ مَجْلِسًا فَجَعَلْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ أَصْحَابِي أَنْ يَرَوْنِي جَالِسًا مَعَهُ كُرْهَ حَدِيثِهِ .

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কুহ্যায (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান ইবনু জাবালাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ)-কে বললাম, ঐ ব্যক্তিটি কে যার থেকে আপনি "ঈদুল ফিত্‌রের দিন পুরস্কার লাভের দিন" সম্পর্কিত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রহঃ)-এর

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন? জবাবে ইবনু মুবারাক (রহঃ) বললেন, তিনি হলেন, সুলায়মান ইবনু হাজ্জাজ (রহঃ)। ইবনু মুবারাক (রহঃ) আরো বললেন, লক্ষ্য করো আমি তার মারফত কী এক মূল্যবান বস্তু তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।

ইবনু কুহ্যায (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, "কারো শরীর থেকে এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত বের হলে (তার উযূ নষ্ট হয়ে যাওয়া)" সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনাকারী রাওহ্ ইরনু গুতায়ফ (রহঃ)-কে দেখে আমি তাঁর এক মাজলিসে বসলাম। আমার সঙ্গীদের কেউ আমাকে তার কাছে বসা অবস্থায় দেখে ফেলার লজ্জার আশঙ্কা করছিলাম। কেননা লোকেরা তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করা পছন্দ করে না। এক দিরহাম পরিমাণ রক্ত শরীর হতে বের হলে উযূ নষ্ট হবে এটা হানাফীদের মাযহাব তারাই এক জাল হাদীস তৈরি করে বর্ণনা করেছেন।

(.../...) حَدَّثَنِى ابْنُ قُهْزَاذَ، قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا، يَقُولُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ بَقِيَّةُ صَدُوقُ اللِّسَانِ وَلَكِنَّهُ يَأْخُذُ عَمَّنْ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ.

(.../...) ইবনু কুহ্যায (রহঃ) ..... 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারাক (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাকিয়্যাহ্ (রহঃ) সত্যবাদী লোক। কিন্তু সে (সিকাহ য'ঈফ) সব ধরনের লোকের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। (এ কারণে মুহাদ্দিসীনগণ তাকে য'ঈফ বা দুর্বল বলেছেন।)

(.../...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ الأَعْوَرُ الْهَمْدَانِيُّ، وَكَانَ، كَذَّابًا.

(.../...) কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) ..... শা'বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল আ'ওয়ার আল হামদানী আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে কিন্তু সে ছিল মিথ্যাবাদী।

(.../...) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَّادٍ الأَشْعَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ الأَعْوَرُ، وَهُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.

(.../...) আবূ 'আমির 'আবদুল্লাহ ইবনু বার্‌রাদ আল আশ'আরী (রহঃ) ..... শা'বী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস আল আ'ওয়ার আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে। এরপর শা'বী (রহঃ) শপথ করে বলেন, সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম।

(.../...) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قَالَ عَلْقَمَةُ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فِى سَنَتَيْنِ. فَقَالَ الْحَارِثُ الْقُرْآنُ هَيِّنٌ الْوَحْىُ أَشَدُّ.

(.../...) কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) ..... 'আলক্বামাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি দু'বছরে কুরআন মাজীদ পড়েছি। এ কথা শুনে হারিস বললো, কুরআন সহজ কিন্তু ওয়াহী কঠিন।

(.../...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْحَارِثَ، قَالَ تَعَلَّمْتُ الْقُرْآنَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَالْوَحْىَ فِي سَنَتَيْنِ أَوْ قَالَ الْوَحْىَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَالْقُرْآنَ فِي سَنَتَيْنِ.

(.../...) হাজ্জাজ ইবনুশ্ শা'ইর (রহঃ) ..... ইব্রাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিস বলেছে, আমি তিন বছরে কুরআন শিখেছি এবং ওয়াহী শিখেছি দু'বছরে। অথবা সে বলেছে, ওয়াহী শিখেছি তিন বছরে এবং কুরআন শিখেছি দু'বছরে।

(.../...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْحَارِثَ، اتُّهِمَ.

(.../...) হাজ্জাজ [ইবুনশ্ শা'ইর] (রহঃ) ..... ইব্রাহীম (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, হারিসকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। (শী'আ মিথ্যাবাবদী ও ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অনুসারী বলে।)

(.../...) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، قَالَ سَمِعَ مُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ، مِنَ الْحَارِثِ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ اقْعُدْ بِالْبَابِ. قَالَ فَدَخَلَ مُرَّةُ وَأَخَذَ سَيْفَهُ قَالَ وَأَحَسَّ الْحَارِثُ بِالشَّرِّ فَذَهَبَ.

(.../...) কুতায়বাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) ..... হামযাহ্ আল যাইয়্যাত (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মুর্‌রাতুল হামদানী (রহঃ) হারিস (রহঃ)-এর কাছ থেকে দীন বিরোধী কিছু কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, তুমি দরজায় বস। রাবী বলেন, মুর্‌রাহ্ (রহঃ) ঘরে প্রবেশ করে হাতে তরবারি তুলে নিলেন। রাবী বলেন, মন্দ পরিণতি ঘটতে পারে, এ আশঙ্কায় হারিস তখন পলায়ন করল।

(.../...) وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ قَالَ لَنَا إِبْرَاهِيمُ إِيَّاكُمْ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَأَبَا عَبْدِ الرَّحِيمِ فَإِنَّهُمَا كَذَّابَانِ.

(.../...) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) ..... ইবনু 'আওন (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, ইব্রাহীম (নাখ্'ঈ) (রহঃ) আমাদের নিকট বললেন, তোমরা মুগীরাহ্ ইবনু সা'ঈদ (রহঃ) ও আবূ 'আবদুর রহীম-এর কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করা থেকে বেঁচে থেকো। কেননা তারা উভয়ই মিথ্যাবাদী।

(.../...) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيَّ وَنَحْنُ غِلْمَةٌ أَيْفَاعٌ فَكَانَ يَقُولُ لَنَا لاَ تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الأَحْوَصِ وَإِيَّاكُمْ وَشَقِيقًا . قَالَ وَكَانَ شَقِيقٌ هَذَا يَرَى رَأْىَ الْخَوَارِجِ وَلَيْسَ بِأَبِي وَائِلٍ.

(.../...) আবূ কামিল আল জাহ্দারী (রহঃ) ..... 'আসিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আমরা আবূ 'আবদুর রহমান আস্ সুলামী (রহঃ)-এর কাছে যাওয়া আসা করতাম। এ সময় আমরা ছিলাম বয়সে তরুণ। তিনি আমাদের বলতেন, আবুল আহ্ওয়াস ছাড়া অন্য কোন কিস্সা-কাহিনীকারদের সাথে ওঠাবসা

করো না। আর অবশ্যই তোমরা শাক্বীক্ব থেকে সতর্ক থাকবে। কেননা এ শাক্বীক্ব খারিজীদের 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে। তবে আবূ ওয়ায়িল (রহঃ) এ শাক্বীক্ব নন।

(.../...) حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا، يَقُولُ لَقِيتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ الْجُعْفِيَّ فَلَمْ أَكْتُبْ عَنْهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ.

(.../...) আবূ গাস্সান মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্র আর্ রাযী (রহঃ) বলেন, আমি জারীর (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি জাবির ইবনু ইয়াযীদ জু'ফীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু আমি তার কাছ থেকে কোন হাদীস লিখিনি, কেননা সে রাজ'আতে[৭] বিশ্বাসী ছিল।

(.../...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ يَزِيدَ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ، مَا أَحْدَثَ.

(.../...) হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) ..... মিস্'আর (রহঃ) বলেন, জাবির ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) তিনি নতুন মতবাদ আবিষ্কারের আগে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(.../...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ عَنْ جَابِرٍ، قَبْلَ أَنْ يُظْهِرَ، مَا أَظْهَرَ فَلَمَّا أَظْهَرَ مَا أَظْهَرَ اتَّهَمَهُ النَّاسُ فِي حَدِيثِهِ وَتَرَكَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقِيلَ لَهُ وَمَا أَظْهَرَ قَالَ الإِيمَانَ بِالرَّجْعَةِ.

(.../...) সালামাহ্ ইবনু শাবীব (রহঃ) ..... সুফ্ইয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, লোকেরা জাবির থেকে তার 'আক্বীদাহ্ প্রকাশের পূর্বে হাদীস বর্ণনা করত। তার ভ্রান্ত 'আকীদাহ্ প্রকাশের পর লোকেরা তাকে হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল। কিছু সংখ্যক লোক তাকে বর্জন করল। সুফ্ইয়ান (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, সে কী 'আকীদাহ্ পোষণ করত? তিনি বললেন, সে রাজ'আতে বিশ্বাস করেছে।

(.../...) وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، وَأَخُوهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا الْجَرَّاحَ بْنَ مَلِيحٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ عِنْدِي سَبْعُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهَا.

(.../...) হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) ..... জাবির ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) বলেন, আবূ জা'ফার-এর (ইমাম মুহাম্মাদ বাকির) সূত্রে আমার কাছে নাবী ﷺ-এর সত্তর হাজার হাদীস মওজুদ আছে। (নাবী ﷺ ও ইমাম বাকির মধ্যে বিস্তার সময়ের ব্যবধান হেতু সমুদয় হাদীস মুনকাতি' ও জাবির-এর 'আক্বীদাহ্ খারাপ হওয়াতে রিওয়ায়াতগুলো মিথ্যা বলে প্রতীয়মান)।

---

[৭] রাজ'আহ্ : শী'আ রাফিযী মতবাদের মতো একটি গুমরাহ মতবাদ। এদের বিশ্বাস যে, 'আলী رضي الله عنه মেঘমালায় রয়েছেন। তাই তারা মেঘের গর্জনে "আস্সালা-মু 'আলাইকা ইয়া 'আলী" বলে থাকে। এ ভ্রান্ত 'আকীদাহ্ পোষণকারীদের ধারণা। 'আলী رضي الله عنه সেখান থেকে বের হয়ে যতক্ষণ না আমাদের কারো নেতৃত্বে বের হওয়ার নির্দেশনা দিবেন, ততক্ষণ কোন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করব না।

(.../...) وَحَدَّثَنِى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ سَمِعْتُ زُهَيْرًا، يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ أَوْ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ إِنَّ عِنْدِي لَخَمْسِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا حَدَّثْتُ مِنْهَا بِشَىْءٍ . قَالَ ثُمَّ حَدَّثَ يَوْمًا بِحَدِيثٍ فَقَالَ هَذَا مِنَ الْخَمْسِينَ أَلْفًا .

(.../...) হাজ্জাজ ইবনুশ্ শা'ইর (রহঃ) ..... জাবির ইবনু ইয়াযীদ বলেছেন যে, আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে। আমি এর সামান্য কিছুও বর্ণনা করিনি। যুহায়র (রহঃ) বলেন, এরপর সে একদিন একটি হাদীস বর্ণনা করে বলল, এটা ঐ পঞ্চাশ হাজার হাদীসের একটি।

(.../...) وَحَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ، يَقُولُ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِى مُطِيعٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ، يَقُولُ عِنْدِي خَمْسُونَ أَلْفَ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

(.../...) ইব্রাহীম ইবনু খালিদ আল ইয়াশকুরী (রহঃ) ..... জাবির ইবনু ইয়াযীদ জু'ফী (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমার কাছে নাবী ﷺ থেকে পঞ্চাশ হাজার হাদীস মওজুদ আছে।

(.../...) وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً، سَأَلَ جَابِرًا عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [سورة يوسف ١٢ : ٨٠] فَقَالَ جَابِرٌ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ. قَالَ سُفْيَانُ وَكَذَبَ. فَقُلْنَا لِسُفْيَانَ وَمَا أَرَادَ بِهَذَا فَقَالَ إِنَّ الرَّافِضَةَ تَقُولُ إِنَّ عَلِيًّا فِى السَّحَابِ فَلاَ نَخْرُجُ مَعَ مَنْ خَرَجَ مِنْ وَلَدِهِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ. يُرِيدُ عَلِيًّا أَنَّهُ يُنَادِي اخْرُجُوا مَعَ فُلاَنٍ. يَقُولُ جَابِرٌ فَذَا تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ وَكَذَبَ كَانَتْ فِى إِخْوَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

(.../...) সালামাহ্ ইবনু শাবীব (রহঃ) ..... সুফ্ইয়ান বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে আল্লাহ এ বাণী সম্পর্কে জাবির জু'ফীকে প্রশ্ন করতে শুনেছি : "আমি কিছুতেই এ দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার পিতা আমাকে অনুমতি না দেন অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য কোন সুরাহা না করেন। কেননা, তিনি উত্তম ফায়সালাকারী"– (সূরাহ্ ইউসুফ ১২ : ৮০)। তখন জাবির বলেন : উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা অদ্যাবধি প্রতিফলিত হয়নি। এ কথা শুনে সুফ্ইয়ান (রহঃ) বললেন, জাবির মিথ্যা বলেছে। (হুমায়দী বলেন) আমরা সুফ্ইয়ান (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এ আয়াত থেকে তার উদ্দেশ্য কি? সুফ্ইয়ান (রহঃ) বললেন, "রাফিযীরা বলে, 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু মেঘের রাজ্যে অবস্থান করছেন। আমরা তার বংশের কোন ব্যক্তির সমর্থনে জিহাদে বের হবো না, যে পর্যন্ত 'আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু আকাশ থেকে আওয়াজ না দিয়ে বলবেন, তোমরা অমুকের সাথে জিহাদে বেরিয়ে পড়ো।" জাবির বলেন, এ হল আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। সুফ্ইয়ান (রহঃ) বললেন, সে মিথ্যা বলেছে, কেননা এ আয়াত তো ইউসুফ আলাইহিস সালাম-এর ভাইদের ঘটনার সাথে সম্পর্কিত।

(.../...) وَحَدَّثَنِى سَلَمَةُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا، يُحَدِّثُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَلاَثِينَ أَلْفَ حَدِيثٍ مَا أَسْتَحِلُّ أَنْ أَذْكُرَ مِنْهَا شَيْئًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا.

قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ أَبَا غَسَّانَ، مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو الرَّازِيَّ قَالَ سَأَلْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ فَقُلْتُ الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ لَقِيتَهُ قَالَ نَعَمْ. شَيْخٌ طَوِيلُ السُّكُوتِ يُصِرُّ عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ.

(.../...) সালামাহ্ (রহঃ) ..... সুফ্ইয়ান (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি জাবিরকে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদীস বলতে শুনেছি। কিন্তু আমি তার থেকে সামান্য কিছু প্রকাশ করাও বৈধ মনে করি না, যদিও আমাকে এতো-এতো পরিমাণে (ধন-সম্পদ) দান করা হয়।

মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি আবূ গাস্সান মুহাম্মাদ ইবনু 'আম্র আর্ রাযী (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি জারীর ইবনু 'আবদুল হামীদকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি হারিস ইবনু হাসীরাহ্ তার সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি একজন মিতভাষী প্রবীণ বৃদ্ধ। কিন্তু একটি গুরুতর কাজে বাড়াবাড়ি করেন। (রাফিযী বাতিল 'আকীদাহ্ পোষণ করে।)

(.../...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ذَكَرَ أَيُّوبُ رَجُلاً يَوْمًا فَقَالَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْتَقِيمِ اللِّسَانِ وَذَكَرَ آخَرَ فَقَالَ هُوَ يَزِيدُ فِي الرَّقْمِ.

(.../...) আহমাদ ইবনু ইব্রাহীম আদ্ দাওরাক্বী (রহঃ) ..... আইয়ূব (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক ব্যক্তি সম্পর্কে উল্লেখ করে বললেন, তার কথার ঠিক নেই। (মানে ইচ্ছামত কম বেশি করে)। তিনি আরেক ব্যক্তির আলোচনা করে বললেন, সে হাদীসের মধ্যে সংযোজন করে (মিথ্যা জুড়ে দেয়)।

(.../...) حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قَالَ أَيُّوبُ إِنَّ لِي جَارًا ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً.

(.../...) হাজ্জাজ ইবনুশ্ শা'ইর (রহঃ) ..... হাম্মাদ ইবনু যায়দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আইয়ূব (রহঃ) আমাকে বলেছেন, আমার এক প্রতিবেশী আছে। তিনি তার গুণাবলী ও 'ইল্মের আলোচনা করে পরে বললেন, সে আমার সামনে দু'টি খেজুরের ব্যাপারেও সাক্ষ্য দিলে আমি তার সাক্ষ্য বৈধ বলে গ্রহণ করব না।

(.../...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ قَالَ مَعْمَرٌ مَا رَأَيْتُ أَيُّوبَ اغْتَابَ أَحَدًا قَطُّ إِلاَّ عَبْدَ الْكَرِيمِ يَعْنِي أَبَا أُمَيَّةَ فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ حَدِيثٍ لِعِكْرِمَةَ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু রাফি' (রহঃ) ও হাজ্জাজ ইবনুশ্ শা'ইর (রহঃ) ..... 'আবদুর রায্যাক্ব (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, মা'মার (রহঃ) বলছেন, আমি আইয়ূব (রহঃ)-কে কখনো গীবাত করতে দেখিনি। কিন্তু 'আবদুল কারীমের অর্থাৎ আবূ উমাইয়্যার গীবাত করতে দেখেছি। একদিন তিনি তার আলোচনা করে বলেছেন, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করুন। সে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন ব্যক্তি নয়। একদা

সে আমাকে 'ইকরিমাহ্ (রহঃ)-এর একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল। পরে সে তা এভাবে বর্ণনা করেছে, আমি 'ইকরিমাহ্ (রহঃ) থেকে শুনেছি।[৮]

(.../...) حَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو دَاوُدَ الأَعْمٰى فَجَعَلَ يَقُولُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ، قَالَ وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ. فَذَكَرْنَا ذٰلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ كَذَبَ مَا سَمِعَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ سَائِلًا يَتَكَفَّفُ النَّاسَ زَمَنَ طَاعُونِ الْجَارِفِ.

(.../...) ফায্‌ল ইবনু সাহ্‌ল (রহঃ) ..... 'আফ্‌ফান ইবনু মুসলিম (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, হাম্মান (রহঃ) আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, অন্ধ আবূ দাউদ (নাফি' ইবনু হারিস) আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে বলতে লাগল বারা (রাঃ) এবং যায়দ ইবনু আরকাম (রাঃ) আমাদের হাদীস শুনিয়েছেন। আমরা ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-এর নিকট গিয়ে এ কথা আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তাঁদের থেকে সে কিছুই শোনেনি। সে তো ছিল একজন ভিক্ষুক। বিধ্বংসকারী জারিফের[৯] অর্থাৎ মহামারীর সময় লোকেদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষা করতো।

(.../...) وَحَدَّثَنِى حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، قَالَ دَخَلَ أَبُو دَاوُدَ الأَعْمٰى عَلَى قَتَادَةَ فَلَمَّا قَامَ قَالُوا إِنَّ هٰذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا. فَقَالَ قَتَادَةُ هٰذَا كَانَ سَائِلًا قَبْلَ الْجَارِفِ لَا يَعْرِضُ فِي شَيْءٍ مِنْ هٰذَا وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ. فَوَاللّٰهِ مَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً. وَلَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ بَدْرِيٍّ مُشَافَهَةً إِلَّا عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ.

(.../...) হাসান ইবনু 'আলী আল হুলওয়ানী (রহঃ) ..... হাম্মাম (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, অন্ধ আবূ দাউদ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলো। সে চলে গেলে লোকেরা বললো যে, আবূ দাউদ দাবী করে যে, সে আঠার জন বাদ্‌রী (বাদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী) সহাবার সাথে সাক্ষাৎ করেছে। এ কথা শুনে ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) বললেন, সে তো জারিফ মহামারীর পূর্বে ভিক্ষা করে বেড়াত। সে হাদীস শিক্ষা করার এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ পায়নি। আল্লাহর কসম! হাসান বাস্‌রী (রহঃ) সরাসরি কোন বাদ্‌রী সহাবা থেকে আমাদেরকে হাদীস শোনাননি। সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যিব (রহঃ) সা'দ ইবনু মালিক সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রহঃ) ছাড়া অন্য কোন বাদ্‌রী সহাবা থেকে প্রত্যক্ষভাবে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেননি।

(.../...) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ رَقَبَةَ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْهَاشِمِيَّ الْمَدَنِيَّ، كَانَ يَضَعُ أَحَادِيثَ كَلَامِ حَقٍّ وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ يَرْوِيهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

---

[৮] এ প্রেক্ষিতে তাঁর দাবী মিথ্যা, ফলতঃ তিনি দুর্বল।

[৯] এক ধরনের ভয়ঙ্কর মহামারী। ৬৭ হিজরী, ৮৭ হিজরী, ১১৯ হিজরী এবং ১৩৬ হিজরীতে কয়েকবার এ ভয়ানক মহামারী সংঘটিত হয়েছিল। এখানে ৮৭ হিজরীর জারিফের কথা বলা হয়েছে।

(.../...) 'উসমান ইবনু আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) বলেন, জারীর (রহঃ) রাকাবাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জা'ফার আল হাশিমী আল মাদানী (রহঃ) সর্বমহল পরিক্ষীত কথাকে রসূলের হাদীস বলে প্রচার করতেন। সেগুলো প্রকৃতপক্ষে নাবী ﷺ-এর হাদীস নয়।

(.../...) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ كَانَ عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ يَكْذِبُ فِي الْحَدِيثِ.

(.../...) হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) ..... আবূ ইসহাক্ব ইব্রাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সুফ্ইয়ান (রহঃ) থেকে এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ..... ইউনুস ইবনু 'উবায়দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, তারা বলেন, 'আম্র ইবনু 'উবায়দ হাদীসের মধ্যে মিথ্যা বলত।

(.../...) حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ، يَقُولُ قُلْتُ لِعَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا» قَالَ كَذَبَ وَاللَّهِ عَمْرٌو وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَحُوزَهَا إِلَى قَوْلِهِ الْخَبِيثِ.

(.../...) 'আম্র ইবনু 'আলী আবূ হাফ্স (রহঃ) ..... 'আম্র ইবনু 'উবায়দ হাসান আল বাস্রী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিমদের) উপর অস্ত্র উঠায়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" 'আওফ (রহঃ) বললেন, আল্লাহর শপথ! 'আম্র মিথ্যা বলেছে। সে এ হাসীদটিকে তার বদ 'আকীদার সাথে একত্রিত করার অপচেষ্টা করেছে।[১০]

(.../...) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ قَدْ لَزِمَ أَيُّوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَفَقَدَهُ أَيُّوبُ فَقَالُوا يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ قَدْ لَزِمَ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ. قَالَ حَمَّادٌ فَبَيْنَا أَنَا يَوْمًا مَعَ أَيُّوبَ وَقَدْ بَكَّرْنَا إِلَى السُّوقِ فَاسْتَقْبَلَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيُّوبُ وَسَأَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَيُّوبُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَزِمْتَ ذَاكَ الرَّجُلَ. قَالَ حَمَّادٌ سَمَّاهُ. يَعْنِي عَمْرًا. قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّهُ يَجِيئُنَا بِأَشْيَاءَ غَرَائِبَ. قَالَ يَقُولُ لَهُ أَيُّوبُ إِنَّمَا نَفِرُّ أَوْ نَفْرَقُ مِنْ تِلْكَ الْغَرَائِبِ.

(.../...) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'উমার আল কাওয়ারীরী (রহঃ)-এর হাম্মাদ ইবনু যায়দ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আইয়ূব (সুখতিয়ানীর) সাহচর্যে থেকে তার কাছ থেকে হাদীস শুনতো। একদিন আইয়ূব তাকে অনুপস্থিত দেখে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে লোকেরা বললো, হে আবূ বাক্র! (আইয়ূবের

---

[১০] 'আম্র ইবনু 'উবায়দ মিথ্যা বলেছে এ হিসেবে যে, প্রকৃতপক্ষে এ হাদীস হাসান আল বাস্রী থেকে বর্ণিত নয় যদিও হাদীসটি সহীহ। দ্বিতীয়তঃ তার বদ 'আকীদাহ্ হলো : সে মু'তাযিলাহ্। এ হাদীসের প্রকাশ্য অর্থ নিয়ে সে বলতে চেয়েছে কাবীরাহ্ গুনাহকারী মুসলিম আর মুসলিম থাকে না আবার কাফিরও হয় না। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাতগণের মত হলো কোন মুসলিমকে হত্যা করা ভয়াবহ কাবীরা গুনাহ তবে তাতে সে কাফির হয় না যেমন বদ সন্তানকে পিতা বলে- 'তুমি আমার সন্তান নও।' (নাবাবী)

উপনাম) সে তো আজকাল 'আম্‌র ইবনু 'উবায়দ-এর সাথে থাকে। হাম্মাদ বলেন, এর মধ্যে একদিন সকালে আমি আইয়ূব-এর সাথে বাজারে যাচ্ছিলাম। এমন সময় ঐ লোকটি তার সামনে এলো। আইয়ূব তাকে সালাম করে তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। তারপর তাকে বললেন, আমি জানতে পারলাম, তুমি না কি বর্তমানে ঐ ব্যক্তির সাহচর্যে আছো? হাম্মাদ বলেন, তিনি তার নাম উল্লেখ করে বললেন, 'আম্‌র-এর সাহচর্যে? সে বললো, হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। হে আবূ বাক্‌র! সে তো আমাদের আশ্চর্য ও অশ্রুপূর্ব কথা শোনায়। হাম্মাদ বলেন, আইয়ূব তাকে বললেন, আমরা এ ধরনের আশ্চর্যজনক কথাবার্তা থেকে এড়িয়ে চলি, অথবা বললেন, দূরে সরে থাকি।

(.../...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ، يَعْنِي حَمَّادًا، قَالَ: قِيلَ لأَيُّوبَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ رَوَى عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ. فَقَالَ: كَذَبَ، أَنَا سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ.

(.../...) হাজ্জাজ ইবনুশ্ শা'ইর (রহঃ) ..... হাম্মাদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, আইয়ূব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আম্‌র ইবনু 'উবায়দ হাসান (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। তা কি ঠিক? তখন আইয়ূব বললেন, 'আম্‌র ইবনু 'উবায়দ মিথ্যা বলেছে। আমি হাসান (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, নাবীয পান করে নেশাগ্রস্ত হলে শাস্তি দেয়া হবে।

(.../...) وَحَدَّثَنِي حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَلاَّمَ بْنَ أَبِي مُطِيعٍ، يَقُولُ بَلَغَ أَيُّوبَ أَنِّي آتِي عَمْرًا فَأَقْبَلَ عَلَىَّ يَوْمًا فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً لاَ تَأْمَنُهُ عَلَى دِينِهِ كَيْفَ تَأْمَنُهُ عَلَى الْحَدِيثِ؟

(.../...) হাজ্জাজ (রহঃ) ..... সাল্লাম ইবনু আবূ মুত্বী' (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আইয়ূবের কাছে এ সংবাদ পৌছল যে, আমি 'আম্‌রের কাছে আসা যাওয়া করি। একদিন তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি ধারণা, যার দীনদারীর ব্যাপারে তুমি আস্থা রাখতে পার না তার হাদীসের উপর তুমি কিরূপে আস্থা রাখতে পার?

(.../...) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى، يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ.

(.../...) সালামাহ্ ইবনু শাবীব (রহঃ) ..... আবূ মূসা (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি : 'আম্‌র ইবনু 'উবায়দ তার নতুন ভ্রান্ত 'আকীদাহ্ প্রকাশ করার পূর্বে আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছে।

(.../...) حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، كَتَبْتُ إِلَى شُعْبَةَ أَسْأَلُهُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَاضِي وَاسِطٍ فَكَتَبَ إِلَىَّ لاَ تَكْتُبْ عَنْهُ شَيْئًا وَمَزِّقْ كِتَابِي.

(.../...) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু মু'আয আল 'আম্বারী (রহঃ) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, আমি ওয়াসিত্ব শহরের কাজী আবূ শায়বাহ্ (রহঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, শু'বার নিকট চিঠি লিখে পাঠালাম। জবাবে তিনি আমাকে লিখে পাঠালেন, তার কাছ থেকে কিছুই লিখবে না আর আমার এ চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

(.../...) وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ، قَالَ حَدَّثْتُ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ، بِحَدِيثٍ عَنْ ثَابِتٍ، فَقَالَ كَذَبَ. وَحَدَّثْتُ هَمَّامًا، عَنْ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ، بِحَدِيثٍ فَقَالَ كَذَبَ.

(.../...) আল হুলওয়ানী (রহঃ) বলেন, 'আফফান থেকে বর্ণিত, আমি সালিহ আল মুর্‌রীর সূত্রে বর্ণিত সাবিতের একটি রিওয়ায়াত হাম্মামের নিকট বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। আমি হাম্মামকে সালিহ মুর্‌রীর একটি হাদীস পড়ে শুনালে তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে।

(.../...) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ قَالَ لِي شُعْبَةُ ايتِ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ فَقُلْ لَهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قُلْتُ لِشُعْبَةَ وَكَيْفَ ذَاكَ.

فَقَالَ حَدَّثَنَا عَنِ الْحَكَمِ بِأَشْيَاءَ لَمْ أَجِدْ لَهَا أَصْلاً. قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَىِّ شَىْءٍ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكَمِ أَصَلَّى النَّبِىُّ ﷺ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ فَقَالَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهِمْ وَدَفَنَهُمْ. قُلْتُ لِلْحَكَمِ مَا تَقُولُ فِي أَوْلاَدِ الزِّنَا قَالَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ. قُلْتُ مِنْ حَدِيثِ مَنْ يُرْوَى قَالَ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ عَلِيٍّ.

(.../...) মাহমূদ ইবনু গাইলান (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ দাউদ বলেছেন : শু'বাহ্ আমাকে বললেন, তুমি জারীর ইবনু হাযিম-এর নিকট যাও এবং তাকে বলো, হাসান ইবনু 'উমারাহ্ থেকে হাদীস গ্রহণ করা তোমার জন্য ঠিক নয়। কেননা, সে মিথ্যা বলে। আবূ দাউদ বলেন, আমি শু'বাকে জিজ্ঞেস করলাম, তার মিথ্যা বলাটা কিভাবে বুঝা গেল?

তিনি (শু'বাহ্) বললেন, হাসান ইবনু উমামাহ্ আমাদের কাছে হাকাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছে। আমি তার কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। আবূ দাউদ বলেন, আমি বললাম সেগুলো কোন কোন হাদীস? শু'বাহ্ বললেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম, নাবী ﷺ কি উহুদের শাহীদদের জানাযার সলাত আদায় করেছেন? তিনি বললেন, তিনি তাদের জানাযার সলাম আদায় করেননি।" অতঃপর হাসান ইবনু 'উমারাহ্ (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ তাদের জানাযার সলাত আদায় করেছেন এবং দাফনও করেছেন।" শু'বাহ্ বলেন, আমি হাকামকে জিজ্ঞেস করলাম "জারজ সন্তানের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?" তিনি বললেন, "তাদের জানাযা পড়তে হবে"। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কোন্ হাদীস থেকে প্রমাণিত এবং এর বর্ণনাকারী কে? হাকাম বললেন, হাসান বাস্‌রী (রহঃ) থেকে বর্ণিত। অতঃপর হাসান ইবনু 'উমারাহ্ বলেন, হাকাম আমাদের ইয়াহ্ইয়া ইবনু জায্‌যার-এর সূত্রে 'আলী (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

(.../...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ، وَذَكَرَ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَقَالَ حَلَفْتُ أَلاَّ أَرْوِيَ عَنْهُ شَيْئًا وَلاَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَحْدُوجٍ . وَقَالَ لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَدِيثٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنْ مُوَرِّقٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنِي بِهِ عَنِ الْحَسَنِ . وَكَانَ يَنْسُبُهُمَا إِلَى الْكَذِبِ .

قَالَ الْحُلْوَانِيُّ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ وَذَكَرْتُ عِنْدَهُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ فَنَسَبَهُ إِلَى الْكَذِبِ .

(.../...) হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) বলেন যে, আমি ইয়াযীদ ইবনু হারূনকে যিয়াদ ইবনু মায়মূন সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি শপথ করেছি তার (যিয়াদ) থেকে কোন কিছুই বর্ণনা করবো না এবং খালিদ ইবনু মাহদূজ থেকেও। ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেন, একবার আমি যিয়াদ ইবনু মায়মূন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। সে এ হাদীসটি আমাকে বাক্‌র আর মুযানীর সূত্রে বর্ণনা করলো। দ্বিতীয়বার গিয়ে আমি তাকে সে হাদীসটির সানাদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে তা মুওয়াররিক্ব-এর সূত্রে বর্ণনা করলো। আমি তৃতীয়বার গিয়ে তাকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সে আমাকে হাসান বাস্‌রীর সূত্রে বর্ণনা করলো। ইয়াযীদ ইবনু হারূন তাদের উভয়কে (যিয়াদ বিন মায়মূন ও খালিদ বিন মাহদূজ) মিথ্যাবাদী বলতেন।

হুলওয়ানী বলেন, আমি 'আবদুস্ সামাদ-এর নিকট যিয়াদ ইবনু মায়মূন সম্পর্কে আলোচনা করলে, তিনি তাকে মিথ্যাবাদী বলে চিহ্নিত করেন।

(.../...) وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ قُلْتُ لأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ قَدْ أَكْثَرْتَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ فَمَا لَكَ لَمْ تَسْمَعْ مِنْهُ حَدِيثَ الْعَطَّارَةِ الَّذِي رَوَى لَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ لِيَ اسْكُتْ فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فَسَأَلْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي تَرْوِيهَا عَنْ أَنَسٍ فَقَالَ أَرَأَيْتُمَا رَجُلاً يُذْنِبُ فَيَتُوبُ أَلَيْسَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ قُلْنَا نَعَمْ . قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَنَسٍ مِنْ ذَا قَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا إِنْ كَانَ لاَ يَعْلَمُ النَّاسُ فَأَنْتُمَا لاَ تَعْلَمَانِ أَنِّي لَمْ أَلْقَ أَنَسًا .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَبَلَغَنَا بَعْدُ أَنَّهُ يَرْوِي فَأَتَيْنَاهُ أَنَا وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ أَتُوبُ . ثُمَّ كَانَ بَعْدُ يُحَدِّثُ . فَتَرَكْنَاهُ .

(.../...) মাহমূদ ইবনু গাইলান (রহঃ) বলেন যে, আমি আবূ দাউদ তায়ালিসীকে বললাম, আপনি তো 'আব্বাস ইবনু মানসূর থেকে অনেক হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আপনি কি তার থেকে আত্ তারাহ্ নাম্নী মহিলার হাদীস শুনেননি বা হাদীস শুনেননি যা নায্‌র ইবনু শুমায়ল আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন? তিনি আমাকে বললেন, চুপ কর। আমি ও 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী যিয়াদ ইবনু মাইমূনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যে এসব হাদীস আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করো, তা কতটুকু সহীহ ও সঠিক? যিয়াদ বললো, আপনাদের কী অভিমত, যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ করার পর তাওবাহ্ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা কি তার তাওবাহ্ কবূল করবেন না? আবূ দাউদ বলেন, আমরা বললাম, হ্যাঁ, কবূল করবেন। যিয়াদ বললো, সত্য কথা হচ্ছে, আমি আনাস (রাঃ) থেকে কম বা বেশি কিছু শুনিনি। অন্য লোকেরা যদি অবগত না থাকে, তাহলে আপনারাও কি জানবেন না যে, আমি কখনো আনাস (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি।

আবূ দাউদ বলেন, এর স্বল্পকাল পরে আমাদের নিকট সংবাদ পৌঁছলো যে, সে পুনরায় আনাস (রাঃ)-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে। পুনরায় আমি ও 'আবদুর রহমান তার নিকট গেলে সে বললো, আমি তাওবাহ্ করলাম। এরপরও দেখা গেল যে, সে আগের মতই হাদীস বর্ণনা করছে। তখন থেকে আমরা তাকে বর্জন করলাম।

(.../...) حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ شَبَابَةَ، قَالَ كَانَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ يُحَدِّثُنَا فَيَقُولُ سُوَيْدُ بْنُ عَقَلَةَ. قَالَ شَبَابَةُ وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْقُدُّوسِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرَضًا. قَالَ فَقِيلَ لَهُ أَيُّ شَيْءٍ هَذَا قَالَ يَعْنِي تُتَّخَذُ كُوَّةٌ فِي حَائِطٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ الرَّوْحُ.

(.../...) হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) বলেন, আমি শাবাবাহ্কে বলতে শুনেছি যে, 'আবদুল কুদ্দূস আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করতেন এবং বলতেন, সুওয়াইদ ইবনু 'আকালাহ্ (আসলে সুওয়াইদ ইবনু গাফালাহ্) শাবাবাহ্ বলেন, আমি 'আবদুল কুদ্দূসকে আরো বলতে শুনেছি : রসূলুল্লাহ ﷺ পার্শ্বের থেকে বায়ু গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। শাবাবাহ বলেন, কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, এ কথাটির অর্থ কী? তখন বললেন, কেউ যেন নির্মল বায়ু গ্রহণ করার উদ্দেশে পার্শ্বের দেয়ালে জানালা বা ছিদ্র তৈরি না করে।

(.../...) قَالَ مُسْلِمٌ وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ، يَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ مَا جَلَسَ مَهْدِيُّ بْنُ هِلاَلٍ بِأَيَّامٍ مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ.

(.../...) মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমি 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'উমার আল ক্বাওয়ারীরীকে বলতে শুনেছি : তিন বলেন, আমি হাম্মাদ বিন যায়দ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বললেন, যিনি কিছুদিন মাহদী ইবনু হিলালের সাহচর্যে ছিলেন, ওটা কেমন একটি লবণাক্ত ঝরণা, যা তোমাদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে? সে বললো, হে আবূ ইসমা'ঈল! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপনাম) হ্যাঁ, সত্যিই ওটা লোনা পানির ঝরণাই বটে।

(.../...) وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَفَّانَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَوَانَةَ، قَالَ مَا بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ، حَدِيثٌ إِلاَّ أَتَيْتُ بِهِ أَبَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ فَقَرَأَهُ عَلَىَّ.

(.../...) আল হাসান আল হুলওয়ানী বলেন, আমি 'আফফানকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, আমি আবূ 'আওয়ানাহ্কে বলতে শুনেছি, হাসান বাস্রী (রহঃ) থেকে যে হাদীসই আমার নিকট পৌঁছাতো আমি তা আবান ইবনু আবূ 'আইয়্যাশ-এর কাছে পেশ করতাম। সে আমাকে তা পড়ে শুনাতো। (সে আমার কাছ থেকে শোনা কথা সম্পর্কে দাবী করত সে হাসান বাস্রী থেকে বর্ণনা করছে, ফলে মুহাদ্দিসীনের নিকট সে মিথ্যাবাদী।)

(.../...) وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَا وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ، مِنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ نَحْوًا مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ.

قَالَ عَلِيٌّ فَلَقِيتُ حَمْزَةَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ مَا سَمِعَ مِنْ أَبَانَ فَمَا عَرَفَ مِنْهَا إِلاَّ شَيْئًا يَسِيرًا خَمْسَةً أَوْ سِتَّةً.

(.../...) সুওয়াইদ ইবনু সা'ঈদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, 'আলী ইবনু মুসহির বলেছেন, আমি ও হামযাহ্ আয্ যাইয়্যাত আবান ইবনু আবূ 'আইয়্যাশ থেকে প্রায় এক হাজার হাদীস শুনেছি।

'আলী বলেন, একদিন আমি হামযার সাথে সাক্ষাৎ করলে, তিনি আমাকে অবহিত করলেন যে, তিনি নাবী ﷺ-কে স্বপ্নে দেখেছেন এবং আবান থেকে যে সমস্ত হাদীস শুনেছিলেন তা (স্বপ্নের মধ্যে) তাঁকে শুনিয়েছেন। কিন্তু তিনি (ﷺ) এর সামান্য ক'টি অর্থাৎ পাঁচটি বা ছয়টি ছাড়া একটিরও স্বীকৃতি দেননি।

(.../...) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ قَالَ لِي أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ اكْتُبْ عَنْ بَقِيَّةَ، مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلاَ تَكْتُبْ عَنْهُ مَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلاَ تَكْتُبْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، مَا رَوَى عَنِ الْمَعْرُوفِينَ، وَلاَ عَنْ غَيْرِهِمْ.

(.../...) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুর রহমান আদ্ দারিমী (রহঃ) আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, যাকারিয়্যা ইবনু 'আদী বলেন, আবূ ইসহাক্ব আল ফাযারী আমাকে বলেছেন, যে, বাকিয়্যাহ্ (নামক রাবী) যে সব হাদীস প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে বর্ণনা করে, শুধু সেগুলো লিখে নাও এবং যে সব হাদীস অখ্যাত ও অপরিচিত লোকদের থেকে বর্ণনা করে তা লিখো না। কিন্তু ইসমা'ঈল ইবনু 'আইয়্যাশ-এর কোন হাদীসই গ্রহণ করো না, তা পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি থেকেই হোক অপরিচিত ও অখ্যাত ব্যক্তিদের থেকেই হোক।

(.../...) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ بَعْضَ، أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ نِعْمَ الرَّجُلُ بَقِيَّةُ لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَكْنِي الأَسَامِيَ وَيُسَمِّي الْكُنَى كَانَ دَهْرًا يُحَدِّثُنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْوُحَاظِيِّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا هُوَ عَبْدُ الْقُدُّوسِ.

(.../...) ইসহাক্ব ইবনু আল হানযালী (রহঃ) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহঃ)-এর কোন এক ছাত্রের কাছে শুনেছি যে, ইবনু মুবারক (রহঃ) বলেছেন, বাকিয়্যাহ্ উত্তম ব্যক্তিই ছিলেন, যদি তার মধ্যে একটি দোষ না থাকতো। তিনি রাবীর (বর্ণনাকারী) নামকে কুন্ইয়্যাত (ডাক নাম) এবং কুন্ইয়াতকে নাম দ্বারা প্রকাশ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আবূ সা'ঈদ উহাযীর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। পরে আমরা খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, উহাযী হলেন সে 'আবদুল কুদ্দূস (যাকে হাদীস বিশারদগণ বর্জন করেছেন)।

(.../...) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الأَزْدِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ، يَقُولُ مَا رَأَيْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ يُفْصِحُ بِقَوْلِهِ كَذَّابٌ إِلاَّ لِعَبْدِ الْقُدُّوسِ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ كَذَّابٌ.

(.../...) আহমাদ ইবনু ইউসুফ আয্দী বলেন, আমি 'আবদুর রায্যাক্বকে বলতে শুনেছি আমি ইবনু মুবারক (রহঃ)-কে সুস্পষ্ট ভাষায় 'আবদুল কুদ্দূস ছাড়া আর কেউকে মিথ্যাবাদী বলতে দেখিনি। আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'আবদুল কুদ্দূস চরম মিথ্যাবাদী"।

(.../...) وَحَدَّثَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ . وَذَكَرَ الْمُعَلَّى بْنَ عُرْفَانَ فَقَالَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو وَائِلٍ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ بِصِفِّينَ . فَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَتُرَاهُ بُعِثَ بَعْدَ الْمَوْتِ

(.../...) আহমাদ ইবনু 'আবদুর রহমান আদ্ দারিমী বলেন, আবূ নু'আয়ম একদা মু'আল্লা ইবনু 'ইরফান-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, মু'আল্লা বলেছে যে, আবূ ওয়ায়িল আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সিফ্ফীনের যুদ্ধে ইবনু মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তার কথা শুনে আবূ নু'আয়ম বললেন, তোমার কী ধারণা, তিনি কি মৃত্যুর পরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ফিরে এসেছেন?[১১]

(.../...) حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثَ رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ، فَقُلْتُ إِنَّ هٰذَا لَيْسَ بِثَبْتٍ . قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ اغْتَبْتَهُ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ مَا اغْتَابَهُ . وَلَكِنَّهُ حَكَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ .

(.../...) 'আম্র ইবনু 'আলী ও হাসান আল হুলওয়ানী (রহঃ) 'আফফান ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমরা ইসমা'ঈল ইবনু 'উলাইয়্যার নিকট বসা ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি অন্য আর এক ব্যক্তি থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করলো। তখন আমি বললাম, "সে ব্যক্তি হাদীস বর্ণনার উপযুক্ত নয়।" 'আফফান বলেন, আমার কথা শুনে ঐ ব্যক্তি বললো, তুমি তো তার গীবাত করলে। ইসমা'ঈল বললেন, না, সে তার গীবাত করেনি, বরং সে যে হাদীস বর্ণনা করার উপযুক্ত নয়, সে সত্যটিকে উদঘাটন করছে। (হাদীসের ইমামদের দোষ বর্ণনা গীবাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং ফাতাওয়া ও সিদ্ধান্ত দেয়ার নামান্তর।)

(.../...) وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الَّذِى، يَرْوِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ أَبِى الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ شُعْبَةَ الَّذِى رَوَى عَنْهُ ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَةٍ . وَسَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ هٰؤُلاَءِ الْخَمْسَةِ فَقَالَ لَيْسُوا بِثِقَةٍ فِى حَدِيثِهِمْ . وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آخَرَ نَسِيتُ اسْمَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَيْتَهُ فِى كُتُبِى قُلْتُ لاَ . قَالَ لَوْ كَانَ ثِقَةً لَرَأَيْتَهُ فِى كُتُبِى .

(.../...) আবূ জা'ফার আদ্ দারিমী (রহঃ) থেকে বর্ণিত যে, বিশ্র ইবনু 'উমার বলেন, আমি মালিক ইবনু আনাসকে সা'ঈদ ইবনু মূসাইয়্যিব (রহঃ) থেকে হাদীস বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মালিক ইবনু আনাস বললেন, সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে তাওয়ামার আযাদকৃত গোলাম সালিহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। আমি তাকে আবুল হুওয়াইরিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। তারপর

[১১] সিফ্ফীনের যুদ্ধ হয় ৩৭ হিজরীতে। আর ঐ যুদ্ধের ৫ বছর পূর্বে ৩২ হিজরী ইবনু মাস্'উদ মারা যান। এখানে তাই মু'আল্লা ইবনু 'ইরফান হল মিথ্যার রচয়িতা।

আমি তাঁকে শু'বার ব্যাপারে জানতে চাইলাম, যার থেকে ইবনু আবূ যি'ব হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, তিনিও নির্ভরযোগ্য নয়। এরপর আমি তাঁকে হারাম ইবনু 'উসমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, সেও নির্ভরযোগ্য নয়। তারপর আমি মালিক ইবনু আনাস-এর নিকট উক্ত পাঁচ ব্যক্তির ব্যাপারে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, এদের সবাই হাদীস রিওয়ায়াতে নির্ভরযোগ্য নয়। পরিশেষে আমি তাঁকে আর একজনের ব্যাপারে জানতে তিনি বললেন, যার নাম এখন আমার মনে নেই। তার ব্যাপারে তিনি বললেন, তার কোন হাদীস তুমি আমার কিতাবগুলোতে দেখেছো কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, যদি সে হাদীস বর্ণনায় নির্ভরযোগ্য হতো তাহলে তুমি অবশ্যই আমার কিতাবের মাঝে তার নামের উল্লেখ পেতে (কাজে সেও নির্ভরযোগ্য নয়)।

(.../...) وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، وَكَانَ، مُتَّهَمًا.

(.../...) ফায্ল ইবনু সাহ্ল থেকে বর্ণিত যে, ইবনু আবূ যি'ব শুরাহ্বীল ইবনু সা'দ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ শুরাহ্বীল ছিল অভিযুক্ত। (তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তবে বৃদ্ধ বয়সে স্মরণ শক্তি হারিয়ে ফেলেন)

(.../...) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُهْزَاذَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ لَوْ خُيِّرْتُ بَيْنَ أَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَبَيْنَ أَنْ أَلْقَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَرَّرٍ لاَخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ كَانَتْ بَعْرَةٌ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْهُ.

(.../...) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু কাহ্যাযা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ ইসহাক্ব তালাকানীকে বলতে শুনেছি যে, ইবনু মুবারককে বলতে শুনেছি, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করা এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহার্‌রর-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার মধ্যে ইখতিয়ার দেয়া হত তাহলে প্রথমে আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করে পরে জান্নাতে প্রবেশ করতাম। পরে যখন আমি তাকে দেখলাম, তখন উটের গোবরও (বিষ্ঠা) আমার কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট মনে হলো।

(.../...) وَحَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا وَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ زَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ لاَ تَأْخُذُوا عَنْ أَخِي.

(.../...) ফায্ল ইবনু সাহ্ল থেকে বর্ণিত আছে যে, ওয়ালীদ ইবনু সালিহ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আম্র বলেছেন যে, যায়দ, অর্থাৎ ইবনু আবূ উনায়সাহ্ বলেন, তোমরা আমার ভাই (ইয়াহ্ইয়া) থেকে হাদীস গ্রহণ করো না।

(.../...) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ السَّلاَمِ الْوَابِصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ كَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ كَذَّابًا.

(.../...) আহমাদ ইবনু ইব্‌রাহীম আদ্ দাওরাক্বী থেকে বর্ণিত। 'আবদুস সালাম আল ওয়াবিসী বলেছেন, 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু জা'ফার আর্ রাক্‌কী (রহঃ) 'উবায়দুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র থেকে রিওয়ায়াত করেন যে, ইয়াহ্ইয়া ইবনু উনায়সাহ্ মিথ্যাবাদী ছিলেন।

(.../...) حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ ذُكِرَ فَرْقَدٌ عِنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ إِنَّ فَرْقَدًا لَيْسَ صَاحِبَ حَدِيثٍ.

(.../...) আহমাদ ইবনু ইব্‌রাহীম (রহঃ) হাম্মাদ ইবনু যায়দ থেকে বর্ণনা করেন যে, আইয়ূব-এর নিকট ফারক্বাদ সম্পর্কে আলোচনা হলো। তিনি বললেন, ফারকাদ হাদীস বর্ণনার যোগ্য নয়।

(.../...) وَحَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، ذُكِرَ عِنْدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ فَضَعَّفَهُ جِدًّا. فَقِيلَ لِيَحْيَى أَضْعَفُ مِنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَرْوِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

(.../...) 'আবদুর রহমান ইবনু বিশ্‌র আল 'আব্‌দী (রহঃ) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল কাত্তান (রহঃ)-এর কাছে মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্‌দুল্লাহ ইবনু 'উবায়দ ইবনু 'উমায়র লায়সীর উল্লেখ করলে, তিনি তাকে অত্যন্ত য'ঈফ (দুর্বল) বলে মন্তব্য করেছেন। এ সময় কেউ ইয়াহ্ইয়াকে জিজ্ঞেস করলো, সে কি ইয়া'কূব ইবনু 'আত্বা থেকেও য'ঈফ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমায়র থেকে হাদীস বর্ণনা করা কারো জন্য সমীচীন নয়।

(.../...) حَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، ضَعَّفَ حَكِيمَ بْنَ جُبَيْرٍ وَعَبْدَ الأَعْلَى وَضَعَّفَ يَحْيَى مُوسَى بْنَ دِينَارٍ قَالَ حَدِيثُهُ رِيحٌ. وَضَعَّفَ مُوسَى بْنَ دِهْقَانَ وَعِيسَى بْنَ أَبِى عِيسَى الْمَدَنِيَّ. قَالَ وَسَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عِيسَى، يَقُولُ قَالَ لِيَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا قَدِمْتَ عَلَى جَرِيرٍ فَاكْتُبْ عِلْمَهُ كُلَّهُ إِلاَّ حَدِيثَ ثَلاَثَةٍ لاَ تَكْتُبْ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ مُعَتِّبٍ وَالسَّرِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ.

قَالَ مُسْلِمٌ وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلاَمِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى مُتَّهَمِى رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ عَلَى اسْتِقْصَائِهِ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ تَفَهَّمَ وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ فِيمَا قَالُوا مِنْ ذٰلِكَ وَبَيَّنُوا.

وَإِنَّمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَنَاقِلِي الأَخْبَارِ وَأَفْتَوْا بِذٰلِكَ حِينَ سُئِلُوا لِمَا فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْخَطَرِ إِذِ الأَخْبَارُ فِى أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِى بِتَحْلِيلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ أَمْرٍ أَوْ نَهْىٍ أَوْ تَرْغِيبٍ أَوْ تَرْهِيبٍ فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ بِمَعْدِنٍ لِلصِّدْقِ وَالأَمَانَةِ ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ كَانَ آثِمًا بِفِعْلِهِ ذٰلِكَ غَاشًّا لِعَوَامِّ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لاَ يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضِ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا أَوْ

يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّهَا أَوْ أَكْثَرَهَا أَكَاذِيبُ لَا أَصْلَ لَهَا مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ الثِّقَاتِ وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلَا مُقْنِعٍ.

وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُعَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هٰذِهِ الْأَحَادِيثِ الضِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ وَيَعْتَدُّ بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ بِمَا فِيهَا مِنَ التَّوَهُّنِ وَالضَّعْفِ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا وَالْاعْتِدَادِ بِهَا إِرَادَةُ التَّكَثُّرِ بِذٰلِكَ عِنْدَ الْعَوَامِّ وَلِأَنْ يُقَالَ مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الْحَدِيثِ وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ.

وَمَنْ ذَهَبَ فِي الْعِلْمِ هٰذَا الْمَذْهَبَ وَسَلَكَ هٰذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ بِأَنْ يُسَمّٰى جَاهِلًا أَوْلٰى مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلٰى عِلْمٍ.

وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِهَا بِقَوْلٍ لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْحًا لَكَانَ رَأْيًا مَتِينًا وَمَذْهَبًا صَحِيحًا.

إِذِ الْإِعْرَاضُ عَنِ الْقَوْلِ الْمُطَّرَحِ أَحْرٰى لِإِمَاتَتِهِ وَإِخْمَالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ ذٰلِكَ تَنْبِيهًا لِلْجُهَّالِ عَلَيْهِ غَيْرَ أَنَّا لَمَّا تَخَوَّفْنَا مِنْ شُرُورِ الْعَوَاقِبِ وَاغْتِرَارِ الْجَهَلَةِ بِمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِسْرَاعِهِمْ إِلَى اعْتِقَادِ خَطَإِ الْمُخْطِئِينَ وَالْأَقْوَالِ السَّاقِطَةِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ رَأَيْنَا الْكَشْفَ عَنْ فَسَادِ قَوْلِهِ وَرَدَّ مَقَالَتِهِ بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الرَّدِّ أَجْدٰى عَلَى الْأَنَامِ وَأَحْمَدَ لِلْعَاقِبَةِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي افْتَتَحْنَا الْكَلَامَ عَلَى الْحِكَايَةِ عَنْ قَوْلِهِ وَالْإِخْبَارِ عَنْ سُوءِ رَوِيَّتِهِ أَنَّ كُلَّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ وَقَدْ أَحَاطَ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدْ كَانَا فِي عَصْرٍ وَاحِدٍ وَجَائِزٌ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَى الرَّاوِي عَمَّنْ رَوٰى عَنْهُ قَدْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَشَافَهَهُ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا نَعْلَمُ لَهُ مِنْهُ سَمَاعًا وَلَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُمَا الْتَقَيَا قَطُّ أَوْ تَشَافَهَا بِحَدِيثٍ أَنَّ الْحُجَّةَ لَا تَقُومُ عِنْدَهُ بِكُلِّ خَبَرٍ جَاءَ هٰذَا الْمَجِيءَ حَتّٰى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُمَا قَدِ اجْتَمَعَا مِنْ دَهْرِهِمَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ تَشَافَهَا بِالْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرِدَ خَبَرٌ فِيهِ بَيَانُ اجْتِمَاعِهِمَا وَتَلَاقِيهِمَا مَرَّةً مِنْ دَهْرِهِمَا فَمَا فَوْقَهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمُ ذٰلِكَ وَلَمْ تَأْتِ رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ تُخْبِرُ أَنَّ هٰذَا الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَدْ لَقِيَهُ مَرَّةً وَسَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ فِي نَقْلِهِ الْخَبَرَ عَمَّنْ رَوٰى عَنْهُ ذٰلِكَ وَالْأَمْرُ كَمَا وَصَفْنَا حُجَّةٌ وَكَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا حَتّٰى يَرِدَ عَلَيْهِ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ. قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلِ مَا وَرَدَ.

(.../...) বিশ্‌র ইবনুল হাকাম (রহঃ) বলেন, আমি ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল কাত্তানকে বলতে শুনেছি, তিনি হাকীম ইবনু যুবায়র ও 'আবদুল আ'লাকে (ইবনু আমির সা'লাবী) য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনু মূসা ইবনু দীনারকেও য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তার হাদীস হচ্ছে বাতাসের মত। তিনি মূসা ইবনু দিহকান ও 'ঈসা ইবনু আবূ 'ঈসা মাদানীকেও য'ঈফ বলেছেন। বিশ্‌র বিন আল হাকাম (রহঃ) বলেন, আমি হাসান ইবনু 'ঈসা (রহঃ)-এর কাছে শুনেছি তিনি বলেন, আমাকে ইবনু মুবারক বলেছেন, যখন তুমি জারীরের নিকট যাবে তখন তিন ব্যক্তির হাদীস ছাড়া তার সমস্ত হাদীস লিপিবদ্ধ করে নিও। এ তিন ব্যক্তি হচ্ছে : 'উবায়দাহ্ ইবনু মু'আত্তিব, আস্ সারী ইবনু ইসমা'ঈল ও মুহাম্মাদ ইবনু সালিম।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, রাবীদের দোষ-ত্রুটি ও তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের যে মতামত আমরা বর্ণনা করেছি তার ফিরিস্তি বেশ দীর্ঘ। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করতে গেলে কিতাবের পরিধি লম্বা হয়ে যাবে। তবে আমরা এখানে যা আলোচনা করেছি তা এ বিষয়ে কৃত মুহাদ্দিসদের নীতিমালার বিষয়ে অবগত ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। মুহাদ্দিসগণ রাবী এবং ঘটনা বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেয়া অপরিহার্য মনে করেছেন।

বর্ণনাকারীদের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে যখনই তাঁদের জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তখনই তাঁরা এর ভয়াবহতা বিবেচনায় একে বৈধ বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন। কেননা, দীনের কোন কথা বর্ণনা করলে তার মাধ্যমে হয় কোন কাজ হালাল অথবা হারাম প্রমাণিত হবে, অথবা তাতে কোন কাজ করার নির্দেশ অথবা নিষেধ থাকবে, অথবা এর মাধ্যমে কোন কাজ করতে উৎসাহিত করা হবে বা কোন কাজ না করার জন্য সাবধান করা হবে।

যা হোক, কোন রাবীর মধ্যে যদি সততা ও বিশ্বস্ততার উপাদান না থাকে, আর অন্য রাবী, তার কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার সময় জানা সত্ত্বেও যদি তার সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের সামনে এ ত্রুটি তুলে না ধরে তবে সে গুনাহগার হবে এবং সাধারণ মুসলিমদের সাথে প্রতারক বলে গণ্য হবে। কেননা, যারা এ সব হাদীস শুনবে, তারা এ সবগুলোর উপর অথবা এর কোন একটির উপর 'আমাল করবে। অথচ এর সবগুলো অথবা অধিকাংশই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। নির্ভরযোগ্য ও আস্থাশীল বর্ণনাকারীদের বর্ণিত নির্ভুল ও সহীহ্ হাদীসের এক বিরাট সম্ভার আমাদের সামনে রয়েছে। কাজেই এমন এক ব্যক্তি থেকে হাদীস গ্রহণ করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন নেই যার বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয় এবং সে নিজেও বিশ্বস্ত রাবী নয়।

আমি মনে করি না, যে সব লোক এ ধরনের য'ঈফ হাদীস এবং অখ্যাত সানাদ বর্ণনা করে এবং এ সবের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও এর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাদের উদ্দেশ্য হলো নিজেদের সাধারণ মানুষের কাছে বড় বিদ্বান হিসেবে পরিচিত করা এবং এজন্য যে, লোকেরা বলবে, সুবহানাল্লাহ! অমুক ব্যক্তি কত হাদীস সংগ্রহ করেছে, কত হাদীস সংকলন করেছে! 'ইল্‌মে হাদীসের ক্ষেত্রে যে এ নীতি অবলম্বন করে এবং এ পথে পা বাড়ায়, হাদীস শাস্ত্রে তার কোন স্থান নেই। বস্তুতঃ এমন ব্যক্তি 'আলিম (জ্ঞানী) হিসেবে আখ্যায়িত না হয়ে জাহিল (মূর্খ) নামে অভিহিত হওয়ার অধিক যোগ্য।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, আমাদের যুগের নিজ থেকে ত্বরিৎ ঘোষণাদাতা হাদীস বিশারদ হাদীসের সানাদ সবল ও দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তার সে ভ্রান্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি আলোচনা করা থেকে বিরত থাকাই সঠিক মত ও পথ ছিল।

কেননা, ভ্রান্ত মতামত নির্মূল করা এবং এর প্রবক্তার নাম মুছে ফেলার জন্যে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নীরব থাকা উত্তম এবং অশিক্ষিত লোকদের এসব ভ্রান্ত মতামত সম্বন্ধে অনবহিত রাখার উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু

যখন মূর্খ লোকেদের ভুল মতামতের প্রতি তড়িৎ বিশ্বাস স্থাপন ও উলামায়ে কিরামের নিকট যা অগ্রহণযোগ্য সে সবের প্রতি তাদের আকৃষ্ট হওয়ার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করলাম তখন আমরা এদের ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করে তার মূলোৎপাটন করা জরুরী মনে করলাম। ইনশাআল্লাহ, এ কাজ মানুষের জন্যে হবে কল্যাণকর এবং এর পরিণামও হবে শুভ।

তিনি বলেন, যার বক্তব্যকে কেন্দ্র করে আমরা আলোচনা শুরু করেছি এবং যার খারাপ চিন্তা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছি, তার অভিমত হচ্ছে, যদি সানাদের মধ্যে অমুক অমুকের কাছ থেকে এভাবে উল্লেখ থাকে এবং এ কথা জানা যায় যে, তারা উভয়ই একই যুগের রাবী, একই সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাছাড়া হাদীসটি সরাসরি শুনার এবং পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, কিন্তু সে তার উর্ধ্ব রাবীর কাছ থেকে শুনেছে বলে আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি এবং কোন রিওয়ায়াতেও আমরা পাইনি যে, তাদের উভয়ের কখনও সাক্ষাৎ ঘটেছে অথবা সামনাসামনি কথাবার্তা হয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির কাছে এভাবে যত হাদীস বর্ণিত হবে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না- যে পর্যন্ত প্রমাণিত না হবে তারা উভয়ে জীবনে একবার কিংবা একাধিকবার কোথাও একত্রিত অথবা সামনাসামনি হয়েছিল এমন হাদীস পাওয়া যায়, যাতে উল্লেখ রয়েছে যে, জীবনে অন্ততঃ এক বা একাধিকবার তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। সুতরাং যদি এ বর্ণনাকারী ও গ্রহণকারীর মধ্যে সাক্ষাতের কিংবা সামনাসামনি হওয়ার কথা না জানা যায় এবং কোন হাদীস বর্ণনায় যদি তাদের মধ্যে অন্ততঃ একবার সাক্ষাতের এবং তার থেকে কিছু শুনার প্রমাণ না পাওয়া যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং এ পর্যায়ের হাদীস গ্রহণ করা স্থগিত থাকবে- যে পর্যন্ত এক বা একাধিক হাদীস দ্বারা সাক্ষাৎ ও শুনার প্রমাণ না পাওয়া যায়।

٦-بَابُ صِحَّةِ الْاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ

৬. অধ্যায় : "আন 'আন"[১২] পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়িয যদি এর রাবীদের পারস্পরিক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ তাদলীসকারী[১৩] না হয়

وَهٰذَا الْقَوْلُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فِى الطَّعْنِ فِى الْأَسَانِيدِ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ مُسْتَحْدَثٌ غَيْرُ مَسْبُوقٍ صَاحِبُهُ إِلَيْهِ وَلَا مُسَاعِدَ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ وَذٰلِكَ أَنَّ الْقَوْلَ الشَّائِعَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ ثِقَةٍ رَوٰى عَنْ مِثْلِهِ حَدِيثًا وَجَائِزٌ مُمْكِنٌ لَهُ لِقَاؤُهُ وَالسَّمَاعُ مِنْهُ لِكَوْنِهِمَا جَمِيعًا كَانَا فِى عَصْرٍ وَاحِدٍ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فِى خَبَرٍ قَطُّ أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَلَا تَشَافَهَا بِكَلَامٍ فَالرِّوَايَةُ ثَابِتَةٌ وَالْحُجَّةُ بِهَا لَازِمَةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ دَلَالَةٌ بَيِّنَةٌ أَنَّ هٰذَا الرَّاوِيَ لَمْ يَلْقَ مَنْ رَوٰى عَنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا فَأَمَّا وَالْأَمْرُ مُبْهَمٌ عَلَى الْإِمْكَانِ الَّذِى فَسَّرْنَا فَالرِّوَايَةُ عَلَى السَّمَاعِ أَبَدًا حَتّٰى تَكُونَ الدَّلَالَةُ الَّتِى بَيَّنَّا.

---

১২ "আন্ 'আন্" হলো সানাদে এরূপ বলা ..... (অমুক থেকে অমুক), এক্ষেত্রে রাবী কার কাছে শুনছে তার নাম বলছে না। ভিন্নমত পোষণকারী মুহাক্কিক 'আলিমগণের মতে, উভয় রাবীর মধ্যে কমপক্ষে দু'একবার সাক্ষাৎ ঘটে থাকতে হবে।

১৩ প্রকৃত উস্তাযের নাম না বলে উর্ধ্বতন উস্তাযের নাম বর্ণনা করা।

ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, হে আবূ ইসহাক্ব! আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। হাদীসের সানাদসমূহ নষ্ট করার জন্যে এ এমন একটি মনগড়া অভিমত, যা এর আগে কেউ বলেনি। আর তাতে হাদীস বিশারদ 'আলিমদের কারো সমর্থনও নেই। কেননা অতীত ও বর্তমান কালের হাদীস বর্ণনাকারীদের ঐকমত্য হচ্ছে, কোন নির্ভরযোগ্য রাবী যখন কোন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁরা দু'জন একই যুগের লোক হওয়ার দরুন তাঁদের মধ্যে পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ এবং কোন রিওয়ায়াত শুনার সম্ভাবনা থাকে; যদি কোন হাদীস বা খবর দ্বারা কখনো তাঁদের একত্রিত হওয়ার সঠিক কথা বা সামনাসামনি বসে আলোচনা করার কথা জানা নাও যায়, তবুও 'আলিমদের মতে এ জাতীয় হাদীস প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হবে এবং তা দলীল হিসেবে গৃহীত হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন স্থানে সুস্পষ্টভাবে এ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উক্ত রাবী যার থেকে বর্ণনা করে তার সাথে আদৌ তার সাক্ষাৎ হয়নি অথবা তার থেকে এ ব্যক্তি কোন কিছু শুনেওনি, তবে এ হাদীস দলীল হিসেবে গৃহীত হবে না। কিন্তু যেখানে ব্যাপারটি অস্পষ্ট এবং তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্তার সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেখানে অধঃস্তন রাবী তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছে হাদীসটি শুনেছে বলে ধরে নেয়া হবে। এ নব মতবাদের আবিষ্কারক যার মতামতের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

فَيُقَالُ لِمُخْتَرِعِ هٰذَا الْقَوْلِ الَّذِي وَصَفْنَا مَقَالَتَهُ أَوْ لِلذَّابِّ عَنْهُ قَدْ أَعْطَيْتَ فِي جُمْلَةِ قَوْلِكَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ عَنِ الْوَاحِدِ الثِّقَةِ حُجَّةٌ يَلْزَمُ بِهِ الْعَمَلُ ثُمَّ أَدْخَلْتَ فِيهِ الشَّرْطَ بَعْدُ فَقُلْتَ حَتَّى نَعْلَمَ أَنَّهُمَا قَدْ كَانَا الْتَقَيَا مَرَّةً فَصَاعِدًا أَوْ سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا فَهَلْ تَجِدُ هٰذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَلْزَمُ قَوْلُهُ وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا عَلَى مَا زَعَمْتَ.

এই মতবাদের উদ্ভাবককে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, অবশ্যই আপনি আলোচনায় এ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, একজন নির্ভরযোগ্য রাবীর হাদীস অন্য একজন নির্ভরযোগ্য রাবী থেকে বর্ণিত হলে তা দলীল হিসেবে স্বীকৃত এবং তদনুযায়ী 'আমাল করা অনস্বীকার্য। পরে আপনি এ কথার পিছনে এ শর্তটি যোগ করে দিয়েছেন যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না জানা যাবে, তারা দু'জন একবার কিংবা একাধিকবার পরস্পর মিলিত হয়েছেন অথবা একজন থেকে কিছু শুনেছেন।" এখন আপনার কাছে জিজ্ঞাস্য, এ শর্তটির সমর্থন আপনি কি এমন কোন ব্যক্তি থেকে পেয়েছেন, যার কথা মেনে নেয়া অপরিহার্য? তা না হলে, আপনি নিজেই আপনার এ দাবীর সমর্থনে অন্য কোন প্রমাণ উপস্থিত করুন।

فَإِنِ ادَّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ بِمَا زَعَمَ مِنْ إِدْخَالِ الشَّرِيطَةِ فِي تَثْبِيتِ الْخَبَرِ طُولِبَ بِهِ وَلَنْ يَجِدَ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَى إِيجَادِهِ سَبِيلًا وَإِنْ هُوَ ادَّعَى فِيمَا زَعَمَ دَلِيلًا يَحْتَجُّ بِهِ قِيلَ لَهُ وَمَا ذَاكَ الدَّلِيلُ فَإِنْ قَالَ قُلْتُهُ لِأَنِّي وَجَدْتُ رُوَاةَ الْأَخْبَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَرْوِي أَحَدُهُمْ عَنِ الْآخَرِ الْحَدِيثَ وَلَمَّا يُعَايِنْهُ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ اسْتَجَازُوا رِوَايَةَ الْحَدِيثِ بَيْنَهُمْ هٰكَذَا عَلَى الْإِرْسَالِ مِنْ غَيْرِ سَمَاعٍ وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِي أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ احْتَجْتُ لِمَا وَصَفْتُ مِنَ الْعِلَّةِ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ سَمَاعِ رَاوِي كُلِّ خَبَرٍ عَنْ رَاوِيهِ فَإِذَا أَنَا هَجَمْتُ عَلَى سَمَاعِهِ مِنْهُ لِأَدْنَى شَيْءٍ ثَبَتَ عِنْدِي بِذٰلِكَ جَمِيعُ مَا يَرْوِي عَنْهُ بَعْدُ فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذٰلِكَ أَوْقَفْتُ الْخَبَرَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي مَوْضِعَ حُجَّةٍ لِإِمْكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ.

অতঃপর তিনি যদি দাবী করেন যে, তার এ শর্তের সমর্থনে উলামায়ে সালফের অভিমত বর্তমান রয়েছে, তবে তা পেশ করার জন্য তার কাছে দাবী করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি বা আর কেউ এ আবিষ্কারের সমর্থনে এমন প্রমাণ উপস্থাপন করার কোন পথ পাবেন না। আর যদি তিনি অন্য কোন যুক্তি পেশ করতে চান, তবে বলা যেতে পারে যে, সেটি কী? আর যদি তিনি এ কথা বলেন যে, আমি অতীত ও বর্তমানে সব রাবীদের দেখেছি, তাদের একজন অপরজন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। কিন্তু যেখানে একজন কখনও অন্যজনকে স্বচক্ষে দেখেননি এবং তাদের একজন অন্যজন থেকে কোন কিছু শ্রবণও করেননি সে ক্ষেত্রে, আমি দেখতে পেয়েছি তারা ঐ হাদীসের মধ্যে 'শ্রবণ' না থাকা সত্ত্বেও এটিকে হাদীসে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করে বলে রায় দিয়েছেন। আর মুরসাল হাদীসসমূহের ব্যাপারে আমাদের মুহাদ্দিসীনের অভিমত হচ্ছে 'মুরসাল হাদীস' দলীল হিসেবে পরিগণিত নয়। এজন্য আমি হাদীসের কোন বর্ণনাকারীর জন্য তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে শ্রবণ করার শর্তারোপ করেছি। যখন আমি প্রমাণ পেয়ে যাব যে, সে তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছ থেকে হাদীসটি সরাসরি শুনেছে তখন আমি ধরে নেব যে, সে তার উর্ধ্বতন রাবীর সূত্রে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছে তা সবই তার কাছ থেকে শুনেছে। অর্থাৎ তার কাছ থেকে যতগুলো হাদীস মু'আন্ 'আন্ হিসেবে বর্ণিত হবে, তার সবগুলোই আমার মতে মারফূ' হাদীসের অন্তর্ভুক্ত মাওকূফ হাদীস নামে অভিহিত করবে। ফলে তা 'মুরসাল' হওয়ার সম্ভাবনায় আমার নিকট দলীল হিসেবে পরিগণিত হবে না।

فَيُقَالُ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي تَضْعِيفِكَ الْخَبَرَ وَتَرْكِكَ الْاِحْتِجَاجَ بِهِ إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَكَ أَنْ لَا تُثْبِتَ إِسْنَادًا مُعَنْعَنًا حَتّٰى تَرَى فِيهِ السَّمَاعَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلٰى آخِرِهِ؟

তাকে বলা যায়, কোন হাদীসের মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনাই যদি সে হাদীসটি য'ঈফ বলে পরিগণিত হওয়ার বা তা দলীল হিসেবে গৃহীত না হওয়ার কারণ হয়, তাহলে আপনাদের মত অনুযায়ী মু'আন্ 'আন্ হাদীসের সানাদে উল্লেখিত প্রথম রাবী থেকে শেষ রাবী পর্যন্ত প্রত্যেকে তার উর্ধ্বতন রাবীর কাছে সরাসরি শুনেছেন বলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত সে সানাদটি প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন না।

وَذٰلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْوَارِدَ عَلَيْنَا بِإِسْنَادِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ هِشَامًا قَدْ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّ أَبَاهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ كَمَا نَعْلَمُ أَنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَمِعَتْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ.

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি হাদীস হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে এবং তাঁর পিতা থেকে 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর সূত্রে বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌছেছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হিশাম নিশ্চিতই তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন এবং তাঁর পিতা 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها-এর কাছে শুনেছেন। যেমন আমরা জানি যে, 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها নিশ্চয়ই নাবী ﷺ-এর কাছে শুনেছেন।

وَقَدْ يَجُوزُ إِذَا لَمْ يَقُلْ هِشَامٌ فِي رِوَايَةٍ يَرْوِيهَا عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَوْ أَخْبَرَنِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِيهِ فِي تِلْكَ الرِّوَايَةِ إِنْسَانٌ آخَرُ أَخْبَرَهُ بِهَا عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوَ مِنْ أَبِيهِ لَمَّا أَحَبَّ أَنْ يَرْوِيَهَا مُرْسَلًا وَلَا يُسْنِدَهَا إِلٰى مَنْ سَمِعَهَا مِنْهُ.

এরূপ নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও যদি কোন বর্ণনায় হিশাম (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনায়, "আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি অথবা তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন" না বলে তাহলে সেই বর্ণনায় তার এবং তার পিতার মাঝে অন্য একজন লোক থাকতে পারে যে তার নিকট তার পিতা থেকে সেটি বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি তার পিতা থেকে শুনেননি। যখন তিনি তা মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করা পছন্দ করলেন। তিনি যার মাধ্যমে শুনেছেন তার নাম উল্লেখ করলেন না।

وَكَمَا يُمْكِنُ ذٰلِكَ فِي هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ أَيْضًا مُمْكِنٌ فِي أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ.

আরতাছাড়া হিশাম (রহঃ) ও তাঁর পিতার মাঝখানে যেমন অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অনুরূপভাবে 'উরওয়াহ্ ও "আয়িশাহ্ (রাঃ)-এর মাখখানেও অন্য কোন রাবী থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَكَذٰلِكَ كُلُّ إِسْنَادٍ لِحَدِيثٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ سَمَاعِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.

এভাবে হাদীসের এমন প্রত্যেক সানাদে যেখানে একে অন্যের কাছ থেকে শুনার কথা উল্লেখ নেই, সেখানে ঐ একই সম্ভাবনা রয়েছে।

وَإِنْ كَانَ قَدْ عُرِفَ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْ سَمِعَ مِنْ صَاحِبِهِ سَمَاعًا كَثِيرًا فَجَائِزٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْزِلَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَةِ فَيَسْمَعَ مِنْ غَيْرِهِ عَنْهُ بَعْضَ أَحَادِيثِهِ ثُمَّ يُرْسِلَهُ عَنْهُ أَحْيَانًا وَلَا يُسَمِّيَ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ وَيَنْشَطَ أَحْيَانًا فَيُسَمِّيَ الرَّجُلَ الَّذِي حَمَلَ عَنْهُ الْحَدِيثَ وَيَتْرُكَ الْإِرْسَالَ.

আর যদিও এ কথা জানা রয়েছে যে, এক রাবী অপর রাবীর কাছে অনেক হাদীস শুনেছেন, তবে এও হতে পারে যে, তিনি তার কতকগুলো বর্ণনা অন্য রাবীর কাছে শুনে তা মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এগুলো তিনি যার কাছে শুনেছেন কখনো তার নাম উল্লেখ করেননি; আবার কখনো অস্পষ্টতা দুর করার জন্য নাম উল্লেখ করে ইরসাল বাদ দিয়েছেন।

وَمَا قُلْنَا مِنْ هٰذَا مَوْجُودٌ فِي الْحَدِيثِ مُسْتَفِيضٌ مِنْ فِعْلِ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

অধঃস্তন ও উর্ধ্বতন রাবীদ্বয়ের মধ্যে বারবার দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও তাদের বর্ণিত হাদীস মুরসাল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা যে অভিমত প্রকাশ করছি তা নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস ও বিশেষজ্ঞ 'আলিমদের বর্ণনার মধ্যেও বিদ্যমান।

وَسَنَذْكُرُ مِنْ رِوَايَاتِهِمْ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَدَدًا يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى أَكْثَرِ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

আর ইনশাআল্লাহ এ পর্যায়ে আমরা তাদের বর্ণিত হাদীস থেকে আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে দলীল হিসেবে কিছু সংখ্যক হাদীস পেশ করছি।

فَمِنْ ذٰلِكَ أَنَّ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيَّ وَابْنَ الْمُبَارَكِ وَوَكِيعًا وَابْنَ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةً غَيْرَهُمْ رَوَوْا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِحِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ.

فَرَوٰى هٰذِهِ الرِّوَايَةَ بِعَيْنِهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَدَاوُدُ الْعَطَّارُ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

তন্মধ্যে একটি হল : নিশ্চয়ই আইয়ূব আস্ সাখতিয়ানী ইবনু মুবারক, ওয়াকী', ইবনু নুমায়র এবং আরো বহু রাবী হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ্ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি 'আয়িশাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, 'আয়িশাহ্ বলেছেন : "আমি রসূলুল্লাহ -কে তাঁর ইহরাম বাঁধার সময় ও ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার সময় সর্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগিয়েছি যা আমার কাছে ছিল।"

অতঃপর হুবহু এ হাদীসটিই লায়স ইবনু সা'দ দাউদ আল আত্ব ত্বার ও হুমায়দ ইবনু আল আসওয়াদ উহায়ব ইবনু খালিদ ও আবূ উসামাহ্ (রহঃ) হিশামের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হিশাম বলেছেন, আমাকে 'উসমান ইবনু "উরওয়াহ্ অবহিত করেছেন, তিনি 'উরওয়াহ্ থেকে, তিনি 'আয়িশাহ্ থেকে এবং তিনি নাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَرَوٰى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

আর হিশাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর তিনি 'আয়িশাহ্-এর থেকে। 'আয়িশাহ্ বলেন, নাবী ই'তিকাফে থাকাকালীন অবস্থায় আমার দিকে তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন এবং আমি তাঁর মাথা আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি ছিলাম ঋতুবতী।

فَرَوَاهَا بِعَيْنِهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

অপরদিকে হুবহু এ হাদীসটিই মালিক ইবনু আনাস সূত্রে যুহরী থেকে, তিনি নাবী থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَرَوَى الزُّهْرِيُّ وَصَالِحُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ.

আর যুহরী ও সালিহ ও ইবনু আবূ হাস্সান (রহঃ) আবূ হাসসান (রহঃ) আবূ সালামাহ্ থেকে তিনি 'আয়িশাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী সায়িম (রোযাদার) অবস্থায় চুমু খেতেন।

فَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ فِي هٰذَا الْخَبَرِ فِي الْقُبْلَةِ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ কাসীর 'চুমু খাওয়া' সম্পর্কিত এ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন, আবূ সালামাহ্ আমাকে খবর দিয়েছেন, 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) তাঁকে খবর দিয়েছেন, 'উরওয়াহ্ তাঁকে খবর দিয়েছেন, 'আয়িশাহ্ তাঁকে অবহিত করেছেন যে, নাবী সায়িম অবস্থায় তাঁকে চুমু দিতেন।

وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ.

ইবনু 'উয়াইনাহ্ ও অপরাপর রাবীগণ 'আম্‌র ইবনু দীনার থেকে, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাইয়েছেন। তিনি আমাদের গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

فَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

অতঃপর ঠিক এ হাদীসটিই হাম্মাদ ইবনু যায়দ 'আম্‌র থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী থেকে, তিনি জাবির (রাঃ) থেকে, তিনি নাবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

وَهٰذَا النَّحْوُ فِي الرِّوَايَاتِ كَثِيرٌ يَكْثُرُ تَعْدَادُهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِفَايَةٌ لِذَوِي الْفَهْمِ.

এ জাতীয় সানাদে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। আমরা যে কয়টি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল ও বিবেকবান লোকেদের জন্য তাই যথেষ্ট।

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ شَيْئًا إِمْكَانَ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الْاِحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ لِمَا بَيَّنَّا مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْأَخْبَارَ أَنَّهُمْ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالًا وَلَا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَتَارَاتٌ يَنْشَطُونَ فِيهَا فَيُسْنِدُونَ الْخَبَرَ عَلَى هَيْئَةِ مَا سَمِعُوا فَيُخْبِرُونَ بِالنُّزُولِ فِيهِ إِنْ نَزَلُوا وَبِالصُّعُودِ إِنْ صَعِدُوا كَمَا شَرَحْنَا ذٰلِكَ عَنْهُمْ.

ঊর্ধ্বতন রাবীর নিকট থেকে সরাসির 'শ্রুত' না হওয়ার কারণে এতে ইরসাল-এর সম্ভাবনা থাকে, অতএব যখন আমাদের পূর্বে সমালোচিত ব্যক্তির নিকট এটিই হাদীস ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণ হিসেবে গণ্য, তখন যে হাদীসটিতে ঊর্ধ্বতন রাবী থেকে 'শ্রুতির' উল্লেখ আছে, সেটি ছাড়া অন্য সব রিওয়ায়াত বাতিল বলে গণ্য হয়, কেননা এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ 'ইরসাল' হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। কেননা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে, হাদীসের রাবীদের বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। কখনো তাঁরা স্বেচ্ছায় হাদীসকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন এবং যাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনেছেন তাঁর নাম উল্লেখ করেন না। আবার কখনো তাদের পূর্ণ সানাদ উল্লেখ করেন। ফলে তারা যদি নুযূল বা ইরসাল করতে চান, তখন তাই করেন। আবার যদি সু'উদ বা মারফূ' করার ইচ্ছা করেন তখন তাই করেন।

وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ مِمَّنْ يَسْتَعْمِلُ الْأَخْبَارَ وَيَتَفَقَّدُ صِحَّةَ الْأَسَانِيدِ وَسَقَمَهَا مِثْلَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَابْنِ عَوْنٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَتَّشُوا عَنْ مَوْضِعِ السَّمَاعِ فِي الْأَسَانِيدِ كَمَا ادَّعَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ.

পূর্বসূরী সালফে সালিহীন ইমামদের মধ্যে যাঁরা হাদীসের প্রয়োগ ও ব্যবহার করতেন এবং সানাদের বিশুদ্ধতা বা অবিশুদ্ধতা ও দুর্বলতা যাচাই করতেন, যেমন হাদীস বিশারদ আইয়ূব সাখতিয়ানী, ইবনু 'আওন, মালিক ইবনু আনাস, শু'বাহ্ ইবনু হাজ্জাজ, ইয়াহ্ইয়া ইবনু সা'ঈদ আল কাত্তান, 'আবদুর রহমান ইবনু মাহদী

এবং তাদের পরবর্তী স্তরের মুহাদ্দিসগণের কেউ সানাদে রাবীদের পরস্পরের 'শ্রবণস্থল' সন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। যেমন আমাদের পূর্বোক্ত আলোচক দাবী করেন।

وَإِنَّمَا كَانَ تَفَقُّدُ مَنْ تَفَقَّدَ مِنْهُمْ سَمَاعَ رُوَاةِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ إِذَا كَانَ الرَّاوِي مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ فِي الْحَدِيثِ وَشُهِرَ بِهِ فَحِينَئِذٍ يَبْحَثُونَ عَنْ سَمَاعِهِ فِي رِوَايَتِهِ وَيَتَفَقَّدُونَ ذَلِكَ مِنْهُ كَيْ تَنْزَاحَ عَنْهُمْ عِلَّةُ التَّدْلِيسِ.

আর অবশ্য যিনি মুদাল্লিস রাবী হিসেবে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ, কেবল তার রিওয়ায়াত গ্রহণ করার সময়ই তাঁরা 'সরাসরি শুনার" ব্যাপার অনুসন্ধান করে দেখতেন এবং তা পর্যালোচনা করতেন যাতে সানাদ থেকে তাদলীস করার বদ-অভ্যাস দূর করে।

فَمَنِ ابْتَغَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي زَعَمَ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ فَمَا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ سَمَّيْنَا وَلَمْ نُسَمِّ مِنَ الْأَئِمَّةِ.

কিন্তু যিনি মুদাল্লিস রাবী নন তাঁর বেলায়ও 'সাক্ষাতে শুনার' ব্যাপারে উল্লেখিত এবং অনুল্লেখিত মনীষীগণ অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই; যেমন পূর্বোল্লিখিত আলোচক দাবী করে থাকেন।

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا وَلَا حَفِظْنَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ شَافَهَ حُذَيْفَةَ وَأَبَا مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قَطُّ وَلَا وَجَدْنَا ذِكْرَ رُؤْيَتِهِ إِيَّاهُمَا فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا.

অপর একটি দৃষ্টান্ত হল : নিশ্চয়ই 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছেন। তা সত্ত্বেও তিনি (তাঁর সমসাময়িক ও সমবয়সী) সহাবা হুযায়ফাহ্ ইবনু ইয়ামান রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবূ মাস্'উদ ('উক্বাহ ইবনু 'আমির) আল আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু এতদুভয় থেকে একটি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে সংযোজন করেছেন। অথচ তাঁর কোথাও এ দু'জন সহাবা থেকে সরাসরি শোনার কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ রাযিয়াল্লাহু আনহু কখনো হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবূ মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে মুখোমুখী আলাপ করেছেন এবং তাঁদের কাছে হাদীস শুনেছেন বলেও উল্লেখ নেই। এমনকি, তিনি তাদের দু'জনকে চাক্ষুষ দেখেছেন বলেও সুনির্দিষ্ট বর্ণনা আমরা পাইনি।

وَلَمْ نَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ مَضَى وَلَا مِمَّنْ أَدْرَكْنَا أَنَّهُ طَعَنَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رَوَاهُمَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَبِي مَسْعُودٍ بِضَعْفٍ فِيهِمَا بَلْ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لَاقَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ صِحَاحِ الْأَسَانِيدِ وَقَوِيِّهَا يَرَوْنَ اسْتِعْمَالَ مَا نُقِلَ بِهَا وَالْاحْتِجَاجَ بِمَا أَتَتْ مِنْ سُنَنٍ وَآثَارٍ.

হাদীস বিশারদগণের মধ্যে যাঁরা অতীত হয়েছেন এবং যাঁদেরকে আমরা পেয়েছি তাঁদের কারও থেকে শুনেনি যে, তাদের কেউ 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হুযায়ফাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু ও আবূ মাস্'উদ রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণিত হাদীস দু'টিকে ত্রুটিপূর্ণ বলে দোষারোপ করেছেন বরং হাদীস বিশারদদের মধ্যে যাঁদের

সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে; তাঁরা সকলে এ হাদীস দু'টো এবং এর অনুরূপ বর্ণনাগুলোকে সহীহ এবং সবল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁরা এসব হাদীস প্রয়োগ করা এবং এগুলো দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়িয বলেছেন। (কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত সমালোচিত ব্যক্তির মতানুযায়ী এগুলো গর্হিত ও অকেজো হাদীসরূপে গণ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'সাক্ষাৎ' এবং 'শ্রবণ' প্রমাণিত না হবে।)

وَهِيَ فِي زَعْمِ مَنْ حَكَيْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ وَاهِيَةٌ مُهْمَلَةٌ حَتَّى يُصِيبَ سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَى وَلَوْ ذَهَبْنَا نُعَدِّدُ الْأَخْبَارَ الصِّحَاحَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِمَّنْ يَهِنُ بِزَعْمِ هٰذَا الْقَائِلِ وَنُحْصِيهَا لَعَجَزْنَا عَنْ تَقَصِّي ذِكْرِهَا وَإِحْصَائِهَا كُلِّهَا وَلٰكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ نَنْصِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَكَتْنَا عَنْهُ مِنْهَا.

মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট যে সমস্ত হাদীস সহীহ ও নির্দোষ হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তির নিকট সে সব 'য'ঈফ' (দুর্বল) হিসেবে চিহ্নিত, যদি আমরা সে সবের পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসাব করার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অক্ষম হয়ে পড়বো এবং সবগুলোর আলোচনা করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে নমুনা স্বরূপ এর কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

وَهٰذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ وَهُمَا مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَصَحِبَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَدْرِيِّينَ هَلُمَّ جَرًّا وَنَقَلَا عَنْهُمُ الْأَخْبَارَ حَتَّى نَزَلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَذَوِيهِمَا قَدْ أَسْنَدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَلَمْ نَسْمَعْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا أَنَّهُمَا عَايَنَا أُبَيًّا أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْئًا.

যেমন, আর এ আবূ 'উসমান আন্ নাহদী ('আবদুর রহমান ইবনু মাল্লা, ১৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন) এবং আবূ রাফি' সায়িগ (নুফাই মাদানী)। তাঁরা উভয়ে জাহিলী যুগ পেয়েছেন (কিন্তু মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাক্ষাৎ লাভে সমর্থ হননি) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাদ্‌রের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট সহাবাদের সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাঁদের থেকে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। এমনকি আবূ হুরায়রাহ্ রাযিয়াল্লাহু 'আনহু, ইবনু 'উমার রাযিয়াল্লাহু 'আনহু এবং তাদের মতো পরবর্তী যুগের আরো অনেকের সাহচর্য লাভ করেছেন। তাঁরা উভয়ই মুসনাদ সূত্রে উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতদসত্ত্বেও কোন নির্দিষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়নি যে, তাঁরা উবাই ইবনু কা'ব রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-কে দেখেছেন অথবা তাঁর কাছে কিছু শুনেছেন।

وَأَسْنَدَ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَكَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَخْبَرَةَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرَيْنِ.

আবূ 'আম্‌র আশ্ শায়বানী (সা'দ ইবনু আইয়্যাশ) জাহিলী যুগও পেয়েছেন আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময় তিনি ছিলেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। তিনি এবং আবূ মা'মার 'আবদুল্লাহ ইবনু সাখবারাহ্ উভয়ে আবূ মাস্'উদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু 'আনহু-এর সূত্রে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দু'টি করে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

আর আবূ 'উবায়দ ইবনু 'উমায়র (রহঃ) নাবী ﷺ-এর পত্নী উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর সূত্রে তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ 'উবায়দ মহানাবী ﷺ-এর যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

وَأَسْنَدَ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ وَقَدْ أَدْرَكَ زَمَنَ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَخْبَارٍ.

ক্বায়স ইবনু আবূ হাযিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ পেয়েছেন। আবূ মাস্'উদ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে তাঁর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ حَفِظَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَصَحِبَ عَلِيًّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

আর 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা (রহঃ) 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস লাভ করেছেন এবং 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সাহচর্য পেয়েছেন। তিনি আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে নাবী ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثَيْنِ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا وَقَدْ سَمِعَ رِبْعِيٌّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَى عَنْهُ.

রিব্'ঈ ইবনু হিরাশ (রহঃ) 'ইমরান ইবনু হুসায়ন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে নাবী ﷺ থেকে দু'টি হাদীস এবং আবূ বাক্রাহ্ [নুফাই ইবনু হারিস কালাদাহ্] (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ রিব্'ঈ (রহঃ) 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে হাদীস শুনেছেন এবং বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

নাফি' ইবনু জুবায়র মুত্ব'ইম, আবূ শুরাইহ (খুওয়াইলিদ ইবনু 'আম্র) আল খুযা'ঈ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে নাবী ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

নু'মান ইবনু আবূ 'আইয়্যাশ (রহঃ) আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর সূত্রে নাবী ﷺ-এর তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

'আতা ইবনু ইয়াযীদ লায়সী তামীমুদ্ দারী নাবী ﷺ-এর সূত্রে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثًا.

সুলায়মান ইবনু ইয়াসার, রাফি' ইবনু খাদীজ رضي الله عنه-এর সূত্রে নাবী ﷺ-এর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَأَسْنَدَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَادِيثَ فَكُلُّ هَؤُلاَءِ التَّابِعِينَ الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ لَمْ يُحْفَظْ عَنْهُمْ سَمَاعٌ عَلِمْنَاهُ مِنْهُمْ فِي رِوَايَةٍ بِعَيْنِهَا وَلاَ أَنَّهُمْ لَقُوهُمْ فِي نَفْسِ خَبَرٍ بِعَيْنِهِ.

আর হুমায়দ ইবনু 'আবদুর রহমান হিম্‌ইয়ারী, আবূ হুরায়রাহ্ رضي الله عنه-এর সূত্রে নাবী ﷺ-এর অনেকগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন। যে ক'জন তাবি'ঈর নাম আমরা এখানে উল্লেখ করলাম, তাঁরা সহাবাদের সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁরা সহাবাদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ হয়েছে বলেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তা সত্ত্বেও এসব হাদীস এবং এর সানাদ হাদীস বিশারদদের নিকট সহীহ বলে গৃহীত।

وَهِيَ أَسَانِيدُ عِنْدَ ذَوِي الْمَعْرِفَةِ بِالأَخْبَارِ وَالرِّوَايَاتِ مِنْ صِحَاحِ الأَسَانِيدِ لاَ نَعْلَمُهُمْ وَهَّنُوا مِنْهَا شَيْئًا قَطُّ وَلاَ الْتَمَسُوا فِيهَا سَمَاعَ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.

আর তাঁদের কেউ এর কোন একটি বর্ণনাকে য'ঈফ (দুর্বল) বলেছেন বলে অথবা বর্ণনাকারী সরাসরি শুনেছেন কি-না তা অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

إِذِ السَّمَاعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُمْكِنٌ مِنْ صَاحِبِهِ غَيْرُ مُسْتَنْكَرٍ لِكَوْنِهِمْ جَمِيعًا كَانُوا فِي الْعَصْرِ الَّذِي اتَّفَقُوا فِيهِ.

কেননা, যখন তারা راوى ومروى عنه (রাবী ও মারবী আনহু' যার থেকে বর্ণিত) একই যুগের লোক হওয়ার কারণে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাতের সম্ভাবনা ছিল, আর তা অস্বাভাবিক নয়।

وَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ الَّذِي أَحْدَثَهُ الْقَائِلُ الَّذِي حَكَيْنَاهُ فِي تَوْهِينِ الْحَدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفَ أَقَلَّ مِنْ أَنْ يُعَرَّجَ عَلَيْهِ وَيُثَارَ ذِكْرُهُ.

কিন্তু আমাদের সমালোচিত ব্যক্তি হাদীসকে দুর্বল ও হেয় করার জন্য যে কারণ দাঁড় করেছেন, তা বিবেচনারও যোগ্য নয়।

إِذْ كَانَ قَوْلاً مُحْدَثًا وَكَلاَمًا خَلْفًا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سَلَفَ وَيَسْتَنْكِرُهُ مَنْ بَعْدَهُمْ خَلَفَ فَلاَ حَاجَةَ بِنَا فِي رَدِّهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا شَرَحْنَا. إِذْ كَانَ قَدْرُ الْمَقَالَةِ وَقَائِلِهَا الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ. وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى دَفْعِ مَا خَالَفَ مَذْهَبَ الْعُلَمَاءِ وَعَلَيْهِ التُّكْلاَنُ.

কেননা, এটা একটা নতুন মতবাদ এবং বানোয়াট কথা। পূর্বসূরী সালফে সালিহীনের কেউই এমন কথা বলেননি। পরবর্তীকালের বিশেষজ্ঞগণও এ মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। সুতরাং যা উল্লেখিত হলো তার চাইতে বেশি প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। কেননা এই মতবাদ এবং তার প্রবক্তার মর্যাদা ততটুকুই যতটুকু আমরা বর্ণনা করলাম। 'উলামাদের মতবাদের বিপরীত বিষয় প্রতিরোধে আল্লাহর নিকটই সাহায্য চাই এবং তাঁর ওপরই একমাত্র ভরসা।

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.

আর সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহরই জন্য, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাথীদের উপর আল্লাহ দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।